৭০তম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা] [আশ্বিন—১৩৮৪

পরমহংস শ্রী১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব-প্রবর্ত্তিত



আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপকশ্চেতসস্তিমিরবারবারকঃ।
দ্যোতয়ন্বিজয়তাং বিপশ্চিতামচ্চিবা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ॥



আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে
ব্রহ্মচারিসঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত

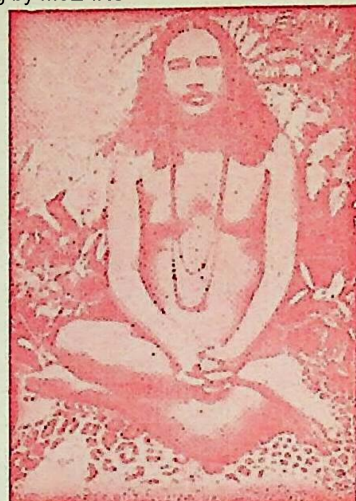
[*]

সম্পাদক—স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী
সহঃ সম্পাদক—স্বামী চিন্ময়ানন্দ সরস্বতী

বার্ষিক মূল্য—৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা—৭৫ পয়সা

সত্যপথে থাকিয়া ন্যায়মতে কার্য্য করিয়া গেলেও যদি লোকে শত্রুতাচরণ করে, তবে তাহাদের অত্যাচার-অবিচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাই ত পুরুষার্থ! প্রাণে বল থাকিলে পাপীর হুমকীতে ভয় পাইলে চলিবে কেন? হৃদয়স্থ আত্মাকে সাক্ষী রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও, তবুও যদি নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, কর্ম্মফল ভাবিয়া তাঁহার হাতের দান মনে করিয়া হাসিমুখে সহ্য করিতে অভ্যাস কর।

—শ্রীনিগমানন্দ



সূচী

আর্য্যদর্পণের নিয়মাবলী

আর্য্যদর্পণে সনাতন ভাবানুকূল ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অবান্তর আলোচনা ইহাতে স্থান পায় না। বার্ষিক মূল্য সডাক ৮·০০ টাকা মাত্র। নমুনার জন্য ০·৭৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। বৈশাখে বর্ষারম্ভ। জ্যৈষ্ঠ মাসের পর গ্রাহক হইতে হইলে বার্ষিক মূল্য ১০·২০ টাকা (রেজিষ্ট্রি খরচসহ) অবশ্য প্রেরিতব্য। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও বর্ষারম্ভ হইতে পত্রিকা লইতে হয়।

আর্য্যদর্পণে অন্তেবাসী ভিন্ন অপর সমস্ত লেখকের নাম প্রকাশ করা হইলেও সমস্ত লেখাই সম্পাদকের দায়িত্বে প্রকাশিত হয়। এজন্য প্রবন্ধের কোন অংশ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন সম্পাদকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। টিকিট ও শিরোনামাযুক্ত খাম না দিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ ও বিনিময়-পত্রাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি, চিঠিপত্র প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে প্রেরিতব্য। বাংলাদেশের গ্রাহকগণের পক্ষে বার্ষিক মূল্য ২০·০০ টাকা. অধ্যক্ষ—উত্তর বাংলা সারস্বত আশ্রম, বগুড়া, এই ঠিকানায় প্রেরণীয়।

আর্য্যদর্পণে প্রকাশের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ ও কবিতাদি নাতিদীর্ঘ ও কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আর্য্যদর্পণ প্রতিমাসের চতুর্থ সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও মাসের পত্রিকা যথাসময়ে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান লইয়া ডাক-বিভাগের উত্তরসহ পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। পত্রে গ্রাহক নম্বর না দিলে কোনও ব্যবস্থা লওয়া সম্ভবপর হয় না।

কার্য্যাধ্যক্ষ—আর্য্যদর্পণ
আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, পোঃ হালিসহর (২৪ পরগণা)

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র

৭০তম বর্ষ ১ম খণ্ড

আশ্বিন—১৩৮৪

সমষ্টি সংখ্যা ৮০৯ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অথর্ববেদের ব্রহ্মচর্য-সূক্ত

(অথর্ববেদ ১১।৫)

[গৌরী ধর্মপাল]

(পূর্বানুবৃত্তি)

মূল

৩। আচার্য উপনয়মানো
ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভম্ অন্তঃ।
তং রাত্রীস্ তিস্র উদরে বিভর্তি
তং জাতং দ্রষ্টুম্ অভিসংযন্তি দেবাঃ

অনুবাদ

৩। আচার্য যখন উপনয়ন দেন ব্রহ্মচারীকে
তখন তাকে গর্ভের মতো নিয়ে নেন নিজের মধ্যে,
তিনটি রাত্রি তাকে ধারণ করেন উদরে।
সে যখন জন্মায়, দেবতারা ভিড় করে দেখতে আসেন তাকে।

ভাষ্য

এই ঋকৃটি যেন 'দ্বিজ' শব্দটির ব্যাখ্যা। উপনয়ন অর্থাৎ বেদশিক্ষার সুরু হল ব্রহ্মচারীর পক্ষে নতুন জন্মলাভ। এই জন্মে আচার্যই হলেন তার জননী। তিন রাত্রি একান্তবাস হল গর্ভবাসের তুল্য। তারপর সে যখন 'ভূমিষ্ঠ' হয় নতুন একটি চেতনা নিয়ে, তখন দেবতারা তাকে দেখতে আসেন, কেননা দেবতারা তখন তার আত্মীয়। আলোকলোকের সঙ্গে দিব্যচেতনার রাজ্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন হয় এই নবজন্মের মধ্যে দিয়ে।

শক্তি-কথা

অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির মত শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। উভয়েই যুগনদ্ধ তত্ত্ব—উভয়ের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ। শক্তি শক্তিমানে কখনও ব্যক্ত, কখনও অব্যক্ত; কখনও ক্রিয়াশীল, কখনও নিষ্ক্রিয়; কখনও লীলায়িত, কখনও নিলীন। শক্তির ব্যক্তাব্যক্তাবস্থার তারতম্যেই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের তারতম্য। মূলতঃ ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। অবস্থাভেদে নামভেদ মাত্র। সাপ যখন চলে তখন সে সগুণ বা সশক্তি, যখন কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া থাকে তখন নির্গুণ বা অব্যক্তশক্তি। শক্তিমানের পূজা শক্তিসহকৃত, শক্তির পূজা শক্তিমান্‌সহকৃত। শক্তিকে বাদ দিয়া শক্তিমানের বা শক্তিমান্‌কে বাদ দিয়া শক্তির পূজা হয় না। শক্তিমান্ ও শক্তিতে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কখনও শক্তিমান্ প্রকট, কখনও শক্তি প্রকট। শিবপূজায় দেখি শিবের পটভূমিকায় রহিয়াছে গৌরীপীঠ, আর কালীপূজায় দেখি শবাকারে শায়িত শিবের উপর কালিকার নৃত্য অর্থাৎ পুরুষের অধিষ্ঠানে প্রকৃতির বিবর্তন। গীতার ভাষায়—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" পুরুষ না থাকিলে প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ, আর প্রকৃতি না থাকিলে পুরুষের অধ্যক্ষতা নিরর্থক। প্রকৃতিপুরুষাত্মক তত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব—দ্বিদল চণকবৎ।

পুরুষ চৈতন্য, প্রকৃতি শক্তি। চৈতন্যহীন শক্তি এবং শক্তিহীন চৈতন্যের কল্পনা অবাস্তব। ব্রহ্ম চৈতন্যরূপে সর্ব্বাবস্থায় একরস এবং একপ্রত্যয় আর শক্তি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রসে সমুল্লসিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় —"ব্রহ্ম যেন সানাইএর পোঁ, আর শক্তি বিভিন্ন সুরের লহরলীলা।" এই ব্রহ্মশক্তিকেই সত্যদ্রষ্টা প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ ভাবের মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেবীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই দেবীর স্তুতিগানে— 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু……নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।' যে দেবী সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া নামে আখ্যাতা; যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনা বলিয়া অভিহিতা; যে দেবী সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে, নিদ্রারূপে, ক্ষুধারূপে, ছায়ারূপে, শক্তিরূপে, তৃষ্ণারূপে, ক্ষান্তিরূপে, জাতিরূপে, লজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, বৃত্তিরূপে, স্মৃতিরূপে, দয়ারূপে, তুষ্টিরূপে, মাতৃরূপে, ভ্রান্তিরূপে সংস্থিতা; যিনি ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে, ভূতসমূহের চৈতন্যরূপে অখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, সেই ব্যাপ্তিদেবীকে নমস্কার।" অর্থাৎ সেই দেবী সর্ব্বানুস্যূত, অন্তরে-বাহিরে শুধু তাঁহারই অধিষ্ঠান, তাঁহাকে বাদ দিয়া কোন কিছু নাই, সবেতে তিনি এবং তাঁহাতে সকল, তাঁহার পরশেই সকলে চৈতন্যময়। তাঁহার অভাবে শিবও শব। কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

শক্তিসহ শক্তিমানের যুক্তি থাকে যতক্ষণ।
শিব স্বরূপে বন্দ্য তিনি জগৎ মাঝে ততক্ষণ॥
শক্তিহারা শিব যখনই, তখন তিনি অসাড় শব।
'ই' কার তাঁহার যায় যে চলি' স্বীকার করেন
সুধীরা সব॥
'ই' কার হল শক্তি স্বরূপ, শবের সহ যুক্ত হলে।
স্পন্দিত হয় তখন সে যে, হয় সে প্রভু চলে বলে॥
জগৎ মাঝে অসাড় সবাই হয় যদি হায় শক্তিহারা।
বিধৃত এই বিশ্বজগৎ অদৃশ্য সে শক্তিদ্বারা॥
শক্তি যদি স্বীকার তুমি নাহি কর বন্ধুবর!
নড় দেখি একটু তুমি, দেখি কেমন শক্তিধর॥
তোমার চলা তোমার বলা তোমার দেখা
তোমার শোনা।
তোমার পরশ তোমার দরশ নিত্য তোমার
আনাগোনা॥
তোমার ধৃতি, তোমার স্মৃতি, বুদ্ধি বিবেক তোমার সব।
তোমার প্রাণের অনুভূতি ক্ষান্তি শান্তি মধুর রব॥
তোমার আদান তোমার প্রদান তোমার আহার
তোমার বিহার।
কোথা হতে আসে বন্ধু, খুঁজেছ কি মূলটি তাহার?
সবার মূলে জেনো 'শক্তি' ভিন্নরূপে করেন ক্রিয়া।
পাখা চলে আলো জ্বলে যেমন একই শক্তি দিয়া॥
বৈদ্যুতী এক শক্তি যেমন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়।
মহাশক্তি-লীলা তেমনি জগৎ জুড়ে চলছে হায়!!
তোমার মাঝে আমার মাঝে এক শক্তির চলছে লীলা।
দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থেতে একই শক্তি নৃত্যশীলা॥

শক্তি হতে মুক্ত তুমি হও যদি গো বন্ধুবর!
লুটবে তবে ক্ষণের মাঝে নিশ্চিত এ ধরার' পর ॥

কেনোপনিষদের একটি আখ্যায়িকা :—

একবার দেবতারা অসুরবৃন্দকে পরাজিত করিয়া নিজেরা গর্ব্বানুভব করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন এ বিজয়-মহিমা তাঁহাদেরই, তাঁহাদেরই নিজস্ব শক্তিতে এবং শৌর্য্যে ও বীর্য্যে এই বিজয় লাভ সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাদের গর্ব্ব এবং অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য পরাৎপর পরব্রহ্ম মহনীয় অত্যাশ্চর্য্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত দেবগণের অনতিদূরে। সেই অপরূপ যক্ষমূর্ত্তি দেখিয়া দেবগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, প্রত্যেকের অন্তরেই একটা শ্রদ্ধাপূরিত ভক্তিভাব জাগিয়া উঠিল, জাগিয়া উঠিল জিজ্ঞাসা—কে ঐ যক্ষ? তাঁহারা সমবেত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"অগ্নি! তুমি জাতবেদা—সর্বজ্ঞ, যাও ত জেনে এস উনি কে?" অগ্নি সেখানে গেলেন, তিনি যাইবা মাত্র ঐ পুরুষপ্রবর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?" অগ্নি উত্তর দিলেন—"আমার নাম অগ্নি বা জাতবেদা; জাত বস্তু মাত্রেরই জ্ঞান আমার আছে, আমি সর্বজ্ঞ।"

"আচ্ছা এরূপ প্রসিদ্ধ গুণসম্পন্ন ও নামসংযুক্ত তোমাতে কি শক্তি আছে?"

"এই পৃথিবীতে যতকিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই আমি দহন করতে পারি, পুড়িয়ে ফেলতে পারি, ভস্ম করতে পারি।"

"আচ্ছা এইটিকে দগ্ধ কর ত।"—এই বলিয়া সেই যক্ষ অগ্নির সমক্ষে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নিও তৎক্ষণাৎ সেই তৃণের সমীপস্থ হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু দগ্ধ করা দূরে থাকুক, তাহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

তিনি নিজ শক্তিহীনতাজনিত লজ্জায় অধোবদনে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবগণকে বলিলেন—"নাঃ, ঐ যক্ষ কে, তা আমি বুঝতে পারলাম না।"

তখন দেবগণ বায়ুকে বলিলেন—"হে বায়ো! তুমি জেনে এস ঐ যক্ষ কে?"

অগ্নির মত বায়ুও গেলেন, যক্ষের সমীপস্থ হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই যক্ষ পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?" বায়ু উত্তর দিলেন—"আমি বায়ু বা মাতরিশ্বা। আমি অন্তরীক্ষে বিচরণ করি।"

"আচ্ছা, এতাদৃশ তোমাতে কি শক্তি আছে?"

"এই পৃথিবীতে যতকিছু পদার্থ আছে তৎসমস্তই আমি গ্রহণ করতে পারি, উড়াতে পারি, স্থানান্তরিত করতে পারি।"

"আচ্ছা এই তৃণটিকে গ্রহণ কর ত।"

বায়ু সেই তৃণের সমীপস্থ হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন কিন্তু গ্রহণ করা দূরে থাকুক, কিঞ্চিন্মাত্র স্থানভ্রষ্টও করিতে পারিলেন না।

তখন তিনি দেবতাদের সমীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজের অক্ষমতা জানাইয়া বলিলেন—"নাঃ, আমিও জানতে পারলাম না ঐ যক্ষ কে?"

অতঃপর দেবতারা ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে মঘবন্! আপনিই জেনে আসুন ঐ যক্ষ কে?"

"আচ্ছা তাই হোক্"—এই বলিয়া ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি তৎসন্নিধানে গমন করা মাত্র ঐ যক্ষ অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্ধানে ইন্দ্রের বৃথা গর্ব দূরীভূত হইল, তিনি তদ্গতচিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কে সেই যক্ষ।

এই চিন্তাকুলিতাবস্থায় ইন্দ্র দেখিলেন সেই আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছেন স্ত্রীরূপিণী বহুশোভমানা উমা—তাঁহার অঙ্গপ্রভায় দশ দিক্ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইন্দ্র শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে দিব্য পুরুষকে দেখলাম উনি কে?"

দেবী বলিলেন—"উনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই বিজয়ে তোমরা এইরূপ মহিমান্বিত হয়েছ, তাঁর শক্তিতেই শক্তিমান হয়ে তোমরা অসুরদের পরাজিত করেছ; এ বিজয় তাঁর, তোমাদের নয়।"

"মা! আপনি কে?"

"আমি তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্তা মহামায়া বা মহাশক্তি।"

এই হইল মহাশক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং মূর্ত্তিরূপে তাঁহার প্রথম প্রকাশের বৈদিক ইতিহাস।

এই মহাশক্তির পরবর্ত্তী প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে মহিষাসুরনিপীড়িত দেবগণের শরীর-নিঃসৃত তেজঃপুঞ্জ হইতে। তাই চণ্ডীতে তাঁহাকে বলা হইয়াছে—

"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা।
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা॥"

তিনি দেবী, তিনি নিজের শক্তিতে সমস্ত জগৎ ছাইয়া আছেন, তিনি দেবগণশক্তিসমূহের ঘন জমাটমূর্ত্তি।

নিশুম্ভ বধের পর শুম্ভ দেবীকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে বলিয়াছিলেন—"বাহুবলপ্রমত্তা দুষ্টস্বভাবা দুর্গে! তুমি নিশুম্ভ আর অসুরসৈন্যদের নিহত করেছ বলে বৃথা গর্ব্ব করো না, এ তোমার একার শক্তিতে সম্পন্ন হয়নি, হয়েছে অন্যান্য দেবশক্তির সহায়তা নিয়ে। তুমি ওদের নিহত করেছ তাদের সহায়তায়। তোমার ব্যক্তিগত মূল্য কতটুকু?"

দেবী হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—"রে দুষ্ট! জগতে আমি একাই বর্ত্তমান। আমা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সত্তা কি আছে? ছাখ্, ব্রহ্মাণী প্রমুখ দেবশক্তি আমারই প্রকটিত বিভূতি—আমাতেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে।"

সমুদ্র এবং সমুদ্রের তরঙ্গের মত এই মহাশক্তি এবং দেবশক্তির সম্বন্ধ। সমুদ্রব্যতিরিক্ত তরঙ্গসমূহের যেমন পৃথক্ সত্তা নাই—তেমনি মহাশক্তির সত্তা ব্যতীত দেবশক্তিসমূহেরও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। শুধু দেবশক্তিই বা বলি কেন, মানবশক্তি দানবশক্তি, যক্ষশক্তি রক্ষশক্তি, গন্ধর্ব্বশক্তি কিন্নরশক্তি, পশুশক্তি পক্ষীশক্তি সমস্তই সেই মহাশক্তির কুক্ষিগত বা অংশীভূত। আমাদের চলনশক্তি বলনশক্তি, দর্শনশক্তি স্পর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি আঘ্রাণশক্তি, রসনশক্তি গ্রসনশক্তি, স্মৃতিশক্তি ধৃতিশক্তি, স্থিতিশক্তি গতিশক্তি—সবই সেই মহাশক্তি হইতে প্রসূত। তিনি সর্ব্বশক্তির মূল নিদান এবং নিধান। তিনি শক্তি সংহরণ করিয়া লইলে আমরা শক্তিহীন শব। কাণ থাকিতে শুনিব না, চোখ থাকিতে দেখিব না, মুখ থাকিতে বলিব না, পা থাকিতে চলিব না। যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের যে কোন শক্তি অন্তর্হিত হইতে পারে, সুতরাং শক্তি লইয়া আমাদের গর্ব্ব করা সাজে না। আজ যে শক্তি লইয়া আমরা গর্ব্বানুভব করিতেছি, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে শক্তি অন্তর্হিত হইয়া আমাদিগকে অচল করিয়া তুলিতে পারে। আর যদি আমরা রাখিতে পারি সেই মহাশক্তির সঙ্গে সংযোগসূত্র, তাহা হইলে কোন দিন আমাদের শক্তির দৈন্য দেখা দিবে না—মহাশক্তির কৃপা লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়া যাইব।

এই মহাশক্তি যুগপৎ আলো এবং কালো, বিদ্যা এবং অবিদ্যা, অমৃত এবং গরল, কুটিল এবং সরল, মোহন এবং মোচন, ভদ্রা এবং রুদ্রা, সুপ্তি এবং চেতন।

ইনি তাঁহার মোহনশক্তি দ্বারা জীবজগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন। শুধু জীবজগৎ কেন, দেবসমাজও ইঁহার হাতের ক্রীড়নক। অন্যে পরে কা কথা—মহাবিষ্ণুকেও ইনি নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখিবার শক্তি ধারণ করেন। তাই মধুকৈটভভয়ে ভীত সৃজনোন্মুখ ব্রহ্মার মুখে স্তব শুনিতে পাই—

"যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥"

দেবি! যিনি জগতের সৃজন-পালন-লয়কারী বিষ্ণু, তাঁহাকেও তুমি নিদ্রার বশীভূত করিয়া রাখিয়াছ, তোমার মহিমা বর্ণনা করিবার—স্তব করিবার শক্তি কাহার আছে বল? তুমি যে অচিন্ত্যশক্তিময়ী!

তাহার পূর্ব্বেরই শ্লোক :—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"

এই জগতে সৎ ও অসৎ যে কিছু বস্তু আছে, তাহাদের সকলের অন্তর্নিহিত যে শক্তি, তাহা তুমিই; তোমাকে কি করিয়া স্তব করিব মা!

শিবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে এই মহাশক্তিকে আয়ত্ত করা যায় না। শিব যখন কৈলাসপতি, সতীর দৈহিক রূপে আসক্ত, তখন তিনি সাধারণ মায়ামুগ্ধ জীব। সতীর দেহত্যাগে পাগলপারা হইয়া সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া "রে সতী রে সতী" বলিয়া যখন তিনি সমগ্র ভারত-ভ্রমণে নিরত, তখন তিনি মোহাচ্ছন্ন পাশবদ্ধ পুরুষ।

বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বিভিন্ন স্থানে পতিত হইবার পর দেহের শোকে মজিয়া না থাকিয়া বৈদেহীকে পাইবার জন্য তিনি যোগসাধনায় নিরত হইলেন। তাঁহার যোগাগ্নিতে কাম-কামনা ভস্মীভূত হইয়া গেল, জীবত্বের নিরসনে তখন তিনি প্রকৃতই শিব হইলেন। এই সাধন-সিদ্ধ শিবের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিলেন তাঁহার শ্রীচরণ-সেবিকা হইয়া থাকিলেন মহাশক্তিস্বরূপিণী উমা। সতীকে তিনি ফিরিয়া পাইলেন উমারূপে। জীবরূপে তিনি ছুটিয়া চলিয়াছিলেন সতীর পশ্চাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, আর শিবরূপে অধিষ্ঠিত হইবার পর সতীই ছুটিলেন তাঁহার পশ্চাতে উমা হইয়া। এই হইতেছে সাধনলীলা; সিদ্ধির বৈভব। বিশ্ব-প্রকৃতি বা মহাশক্তি কামজয়ী পুরুষের কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করেন, প্রত্যাখ্যান করেন কামমোহিত পুরুষকে।

চণ্ডীতে পাই—শুম্ভ নিশুম্ভ মহাশক্তিকে অঙ্কশায়িনীরূপে পাইবার জন্য দূতের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবী বলিয়াছিলেন—"দূত! শুম্ভ নিশুম্ভ যে ত্রিলোকের অধিপতি, যোগ্যপাত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তাদের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করতে পারলে আমি নিজেকে কৃতার্থা মনে করতাম, কিন্তু বালসুলভ চপলতা-বশতঃ অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবেই বাল্যকালে ভাবাবেগে আমি একটা প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি কি জান?

'যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥'

'যে আমাকে যুদ্ধে জয় করতে পারবে, যে আমার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হয়ে আমার দর্প চূর্ণ করতে পারবে, অথবা একান্ত পক্ষে আমার সমকক্ষ হবে, তাকেই আমি ভর্ত্তারূপে বরণ করব।' এখন আমি সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করি কেমন ক'রে বল ত?"

দেবীর এই প্রতিজ্ঞা চিরন্তন। যে জীব জন্মজন্মান্তরের সাধনার বলে শেষ জীবনে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হন, নিখিল বিশ্বপ্রকৃতি মহাশক্তি তাঁহার কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন—ইহা কথার কথা নহে, প্রত্যক্ষ সত্য। প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই যুগেই আমরা দেখিয়াছি একজন মহাসাধককে যিনি বিজ্ঞানভৈরব মহামাহেশ্বর শিব-স্বরূপত্ব লাভ করিয়া মহাশক্তিকে পাইয়াছিলেন স্বীয় জীবনসঙ্গিনীরূপে—সেবিকারূপে—প্রেমিকারূপে।

এই মহাশক্তিকে আয়ত্ত করিবার দুইটি পন্থা। এক বাহ্যিক তপস্যা, অপর আন্তরিক যোগসাধনা। বাহ্যিক তপস্যা বাহ্যিক পূজার্চ্চনা, স্তবস্তোত্রপাঠ, আত্মনিবেদন। ইহার উদাহরণ সুরথ সমাধি। মেধসমুনির নির্দ্দেশে ইহারা নদীপুলিনে দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি রচনা করিয়া পুষ্পধূপাগ্নি-তর্পণদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, অর্চ্চনা করিয়াছিলেন নিরাহারে যতাহারে থাকিয়া, তন্মনস্ক সমাহিত হইয়া, নিজেদের গাত্ররক্ত উপহার দিয়া; ঢাক ঢোল পিটাইয়া ছাগবলি দিয়া বাহ্যিক আমোদে মত্ত থাকিয়া নহে। তাহার ফলে তাঁহারা পাইয়াছিলেন দেবীর দর্শন, তাঁহার নিকট অভীপ্সিত বর।

পক্ষান্তরে সেই মহাশক্তি প্রতি জীবদেহের মূলাধার-চক্রে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া প্রসুপ্তা ভুজগাকারে কুলকুণ্ডলিনীরূপে অবস্থিতা। সংযম-সহায়ে আত্মশক্তি প্রয়োগে তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া সুষুম্নাপথে সহস্রদল-কমলোপরিস্থ মহাশিবের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি। শিব-শক্তি বা প্রকৃতি-পুরুষের মিলনই চরম এবং পরম পুরুষার্থ।

এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে চাই সংযম-সাধনা। দেহ-সংযম, মনঃসংযম এবং বাক্-সংযম। সকলের মূলে আহার-সংযম। আহৃত শক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া করিতে হইবে মহাশক্তির সাধনা। শক্তিমান হইয়া শক্তিকে করিতে হইবে আয়ত্ত। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"-এর মত "শক্তিমান্ ভূত্বা শক্তিং ভজেৎ।" শক্তিহীন কখনও শক্তিলাভ করিতে পারে না। শক্তিলাভ করিতে হইলে শক্তি চাই। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" আত্-মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন, লভ্য নহেন আত্মরূপিণী মা-ও। তাই মহাশক্তিকে লাভ করিতে হইলে চাই শক্তিসঞ্চয়, শক্তির যথাযথ প্রয়োগ এবং বিনিয়োগ। সংযম সহায়ে তীব্র-ভাবনাবলে তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে—উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই হইতেছে মায়ের বোধন বা মহা-শক্তির উদ্বোধন।

মুণ্ডকোপনিষদ্

ভাবানুবাদ

[নচিকেতা ভরদ্বাজ]

(২য় মুণ্ডক/২য় খণ্ড)

দ্যুলোক ভূলোক ঐ অন্তরীক্ষ মৃত্তিকা আকাশ
মেঘ জল বায়ু অগ্নি সমস্ত নিসর্গ-বিস্তার
দৃশ্যের ভূগোল যত—এই বিশ্বপ্রাণের উৎসার
প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়েরা—এ হৃদয়—হৃদয়ের সমস্ত উত্থান, উল্লাস
আশা ও আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ স্বপ্ন শান্তি বাসনার
মহান নির্বাণ তিনি—সবই তাতে স্থির সমর্পিত
হয়ে আছে : তোমার আমার সব প্রাণের মনের
পূর্ণ পরিণাম তিনি : অনুস্যূত সমস্ত স্বর্ণের বর্ণের
অন্তঃপুরে—চন্দ্রালোকে আহা জলকল্লোলে নন্দিত
সকল লীলায় তাঁরই তরঙ্গিত ইচ্ছারা কম্পিত।
তোমার আমার এই রূপময় সব বিকাশের
চিত্রিত অন্তরালে—তিনি এক—আত্মা মহান
পরমাত্মা। অধিষ্ঠ এ ধাবমান মহাজীবনের।
তাকে জানা সব জানা, শেষ সারাৎসার।
অতএব আত্মাকে জানো। সেই স্থির শান্তির বিজ্ঞান
এ জীবনে। অপর সকল বাক্য পরিত্যাগ করে
ক্ষণস্থায়ী সুখান্বেষা জীবনের, অন্য সব অপর বিস্তার
আরাধনা, যাত্রা কর 'এক' এর গভীরে— ;
একই একক সত্য—ধাবমান বস্তুবিশ্বে, প্রহরে প্রহরে
অন্য সব দৃশ্যেরা আবর্তিত—সমুদ্রের তীরে
বালুকাবেলার মত। আত্মজ্ঞানই অমৃতের সেতু,
পরিবর্ধমান এই রূপাশ্রিত ব্যক্ত বিশ্বে তিনিই যেহেতু
অক্ষয় অদ্বয় স্থির : এ সংসার সমুদ্রের পারে
যেতে হলে পার হয়ে এ উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল
মহা জল, একমাত্র প্রজ্ঞার ধ্রুব সেই উজ্জ্বল সেতুটি
অন্ধকার মহার্ণবে অন্তিম আশ্রয় দিতে পারে।
এবং এ মহা পথই মুক্তি পথ—প্রশ্নের আকুল
অন্ধকারে অব্যক্ত দেউটি ॥ ২/২/৫

কেনশ্রুতির মর্মপরিচিতি

[আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর]

বাক্ একটি ইন্দ্রিয়। কথন ইহার ক্রিয়া। 'কথন' শব্দের পরিণাম। শব্দ যখন ভিতরের দিকের, তখন পাওয়া যায় নাদত্রয়কে অর্থাৎ নাদ, বিন্দু ও কলা। মুখ বন্ধ করে কণ্ঠে যে ধ্বনি উদ্ভূত হয় তাই নাদ, নাদের যেখানে পরিসমাপ্তি হয় সেখানেই বিন্দু আর নাদের এক-দেশকে কলা বলে। নাদকে সচরাচর শব্দরূপে আমরা ব্যবহার করি যা প্রাকৃতজীবনধারণ করার জন্য আবশ্যক। কিন্তু আন্তররাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে হলে স্থূলনাদ বা ধ্বনিকে পরিত্যাগ করে সূক্ষ্মনাদের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সূক্ষ্মনাদ মোটেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার নিরোধ করে মনকে অন্তর্মুখী করতে পারলে অন্তরে এর অনুভব পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম আন্তর নাদ হতে সূক্ষ্ম আন্তর বর্ণের উদ্ভব হয়। স্থূল ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ করতে না পারলে সূক্ষ্ম ব্যাপকসত্তাকে অর্থাৎ আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করা যায় না। শ্রুতি সেজন্যই ইন্দ্রিয়কে যন্ত্রমাত্র বলেছেন। ইন্দ্রিয় স্থূলবস্তু হওয়ায় সেই সূক্ষ্ম ব্যাপক আত্ম-সত্তার প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে কোন কালেই সম্ভব হতে পারে না। আত্মা বা ব্রহ্ম তাই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অপ্রকাশ্য। কিন্তু স্থূলনাদ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। শব্দ বা নাদ শুধু ত জীবের হৃদয়ে আবদ্ধ নয়, সৃষ্টির অণু-পরমাণু হতে

বৃহত্তম সত্তা পর্যন্ত সমভাবে ব্যাপ্ত আছে। জগৎও শব্দ বা নাদেরই পরিণাম। নাদ আর মহানাদ জীব আর জগৎসৃষ্টির হেতুভূত এবং বস্তুরূপে তার বৈচিত্র্যময় আত্ম-প্রকাশ।

বেদও বাকের স্বরূপ। সে বাক্ নাদের তুরীয় পাদ। তুরীয় পাদে সৃষ্টি নাই কিন্তু অনুভূতি আছে যে অনুভূতি বাকের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। শ্রুতি সে অবস্থা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে বলছেন ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব নহেন, সুষুপ্তিকালে প্রজ্ঞাঘন আত্মা প্রজ্ঞাও নহেন—ইনি অব্যক্ত অচিন্ত্য, একপ্রত্যয়সার শান্ত শিব অদ্বৈত। তাহলে সেই আত্মসত্তাকে কেমন করে বাকের সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব হতে পারে? শ্রুতি ঠিক সেজন্যই বলছেন—'যৎ বাচা অনভ্যুদিতম্।' ব্রহ্মকে তাই মুখে বলা যায় না, অনুভব করা যায়। যা প্রকাশ করা হয় তা তাহলে কি? সৃষ্টি-উন্মুখী পরা বাকের স্পন্দন যা বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিক্রমা করতে করতে বহির্মুখে বা বিশ্বে আঘাত হেনে লয় হচ্ছে; একে শব্দসামান্যও বলা যায়। কিন্তু বেদ যখন বাক্স্বরূপ তখন তার ছন্দ ও ঋকের যে স্পন্দন তাও নাদেরই পরিণাম। শ্রুতি বলছেন—'পুরুষস্য বাগ্‌ রসঃ, বাচঃ ঋগ্‌ রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ' 'বাক্ পুরুষের সার, বাকের রস ঋক্, ঋকের সার সাম (ধ্বনির যথার্থ প্রকাশ গীতি সহকারে), উদ্গীথ সামের সার।' সমস্তই শব্দের স্পন্দনের বিভিন্ন সুস্পরিস্ফুট রূপ মাত্র। বেদ তাই গায়ত্রীরূপে প্রকাশিত হন। ইনিই আদি ছন্দ, ইনিই বেদমাতা। এই ছন্দ বা স্পন্দন যখন হৃদয়ে নেমে আসেন তখনই শ্রদ্ধা বিবেক জাগরূক হয় বা জীবকে আত্মা বা ব্রহ্মের দিকে নিয়ে যায়। এই যে বাক্ তার ছন্দ কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় জানতে হবে, জানতে হবে শুদ্ধহৃদয়ে অধিগমন করেন মাত্র। ঋষির শুদ্ধ পবিত্র চেতনায় স্ফুরিত বাক্ই বেদের মন্ত্রসকল। সেজন্য ঋষিদের বলা হচ্ছে বেদের দ্রষ্টা মাত্র, কদাচ স্রষ্টা নন তাঁরা। বেদ-মন্ত্র তাই নাদাত্মক। ঋক্ আর ছন্দ তারই পরিস্পন্দন। সেই স্পন্দনই হল ওঁকার। শ্রুতি বলছেন—'ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং' অর্থাৎ কিনা এই দৃশ্যমান জগৎ ওঁকারেরই অক্ষরাত্মক। আত্মা যেমন চতুষ্পাদ এই ওঁকারও চতুষ্পাদ। ওঁকারের চতুর্থপাদে সৃষ্টি নাই জ্ঞান আছে আনন্দমাত্র আছে আত্মারও তাই। মাণ্ডুক্যশ্রুতির উক্তি—'অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ' অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্মের চতুর্থ পদটি মাত্রাহীন এক অখণ্ড অব্যবহার্য। এ মাত্রা প্রমাণের অতীত, প্রপঞ্চের অতীত হওয়ায় প্রাকৃত বাগেন্দ্রিয়ে উচ্চারণ সম্ভব নহে। তাহলে, বেদকে বাঙ্ময়রূপে আর জগৎকে নাদাত্মকরূপে অনুভব করতে হবে। সেই অনুভব স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে হবে না, হবে বোধি দিয়ে, হবে হৃদয় দিয়ে, এটি স্মরণ রাখতে হবে। অন্যত্র দেখা যায় 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' সেই মনোময় আত্মাকে বিষয়ীভূত করতে না পেরে মনোবৃত্তির সহিত বাক্যসমূহ ফিরে আসে। তবু দেহাত্মবাদীর মধ্যে এমন একটা অবরশক্তি ক্রিয়া করছে যে তার জ্ঞানের মাত্রানুযায়ী আত্মা বা ব্রহ্মকে ব্যক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা সে করছেই। বহু ভাবে ব্রহ্মকে বিচার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করা হলেও তাঁর ব্যাখ্যার শেষ হচ্ছে না। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'সব কিছুই উচ্ছিষ্ট হয়েছে কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হননি, কারণ তাঁকে মুখে বলা যায় না।' অথচ ব্রহ্মের সঙ্গে নাদের, আত্মার সঙ্গে শব্দের এক অভিন্ন সম্বন্ধ বিদ্যমান। কারণ সৃষ্টির মূলে নাদ বা শব্দকে আমরা আগেই আলোচনা করে এলাম। সৃষ্টিকে দেখতে হলে জানতে হলে নাদের অনুসন্ধান করতে হবে—এরও একটি ক্রম রয়েছে। অজ্ঞানান্ধ জীব, ইন্দ্রিয়পরবশ জীব পরাবাক্‌কে কোনদিনই জানতে পারে না। যেমন সন্তান মাতার জন্ম দেখতে পায় না, তেমনি দেশকালকার্যকারণভাবে বদ্ধ জীব কোন দিন পূর্বক্রমকে জানতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের অদ্বয়-ভূমির কাছে কোন দ্বৈতসত্তার চিহ্ন থাকে না অর্থাৎ কিনা জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় একাকার হয়ে যায়—কাজেই ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে যাওয়া যে অর্থহীন প্রয়াস মাত্র তা বোঝা সহজ। অথচ ইন্দ্রিয়ও ত সৃষ্টির অন্তর্গত—নাদেরই বা শব্দেরই ক্রমপরিণাম। এখানে শব্দ প্রকাশাত্মক তাই বের হয়ে আসছে ব্রহ্ম হতেই। শ্রুতি বলছেন—'যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে' যার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয় তিনি হলেন ব্রহ্ম—'তৎ এব ত্বং ব্রহ্ম বিদ্ধি।' উৎসকে ধরতে

হবে উপলক্ষ্যকে ধরলে হবে না যদিও উপলক্ষ্য উৎসেরই এক অংশসত্তা। ক্রমটি আগেও বলা হল সন্তান কোন-দিন জননীর জন্ম দেখতে পারে না। জননী হতে সে জন্মগ্রহণ করেছে এই-ই মাত্র। শ্রুতি এখানে বলছেন—অনাত্মবস্তুকে যেন কোন সময় আত্মা বলে ভুল না হয়—'ন ইদং যৎ ইদম্ উপাসতে।' 'ইদম্' এই জাগতিক যা-কিছু তা হল অনাত্মবস্তু। এমনি একটা বিচার সাধনার গোড়ার দিকে রাখতে হয়, তা না হলে ব্যবহারিক সত্তা হতে পারমার্থিক সত্তায় পৌছান যায় না। আর এমনি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ব্যবহারিক সত্তার কোন স্থায়িত্ব নাই। সেই হিসাবে দেহেরও স্থায়িত্ব নাই, স্থায়িত্ব আত্মার মাত্র। কাজেই দেহকে আত্মা, ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলে যেন উপাসনা করা না হয়—'ন ইদং উপাসতে।' শ্রুতির এখানে সাধন-নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়।

ইন্দ্রিয় ও দেহ পাঞ্চভৌতিক, কাজেই নশ্বর। এই দেহের মধ্যে চিৎসত্তা অনুপ্রবিষ্ট। এই চিৎসত্তা দেহকে ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় ক'রে থাকলেও অপরাপ্রকৃতির প্রশাসনে পরিচালিত। যা চেতনায় সৃষ্টি করছে অজ্ঞান—সৃষ্টি করছে মায়ারূপ ভ্রান্তি। আর সেই মায়া বা ভ্রান্তির জন্য প্রত্যক্ষ-ভাবে জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন হচ্ছে না। যা দেখা যাচ্ছে তা হল বিষয়রূপে। কিন্তু এ দেখা যে ঠিক নয় তা শ্রুতির অনাত্মবস্তুকে পরিত্যাগ করার ইঙ্গিতের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। তাই এই জগৎকে দেহকে তার প্রকাশরূপে উপলব্ধি করতে হলে ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর ঊর্দ্ধে অতীন্দ্রিয় সংবিৎকে লাভ করতে হবে। ইন্দ্রিয় ত মন পর্য্যন্ত যেতে পারে, তার ঊর্দ্ধে বিজ্ঞান বুদ্ধি ও আত্মা। কাজেই সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত হয়ে আত্মার উপলব্ধি করতে হবে। মন প্রাণ বাক্‌চক্ষু সেই আত্মসত্তার কাছে পৌছতে পারে না তার আভাস শ্রুতি হতেই পেয়েছি। তবে যখন অধ্যাত্ম অনুভব, ব্রহ্মানুভব হবে তখনই মাত্র তাঁর পরিণামের রহস্য বুঝে উঠা যাবে। মনীষী অনির্বাণ যে উপলব্ধির আভাস দিতে গিয়ে বলেছেন—"অতীন্দ্রিয় হয়েও তিনি ইন্দ্রিয়যুক্ত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছেন। তখন ইন্দ্রিয়ের যে গুণ—আত্মার বাইরে অনাত্মীয় বস্তুর প্রতিক্ষেপ এবং তার গ্রহণ—তার আভাস কি-না প্রতিভাস (real appearance কেন ন', তিনি সব হয়েছেন) ওই অতীন্দ্রিয়ের মধ্যেই রয়েছে। যেমন আকাশ নামরূপ-বিবর্জিত হয়ে নাম-রূপের নির্বাহ করছে (ছান্দোগ্য) তাইতে তিনি, 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ'—হাত নাই তবু ধরছেন, পা নাই তবু চলছেন, চোখ নাই তবু দেখছেন, কান নাই তবু শুনছেন। ইন্দ্রিয় তাঁরই শক্তির প্রকাশ।"

[ক্রমশঃ]

শ্রীকৃষ্ণ-আবাহন *

জয়তু জয়তু জয় ক�ৃষ্ণ
মঙ্গল হেতুভূত কৃৎস্ন
এসো তুমি পুনরায়
তাপিত এ বসুধায়
চেয়ে আছি আমরা সতৃষ্ণ। ১

হের আজি তব সারা সৃষ্টি
হারায়েছে আন্তর দৃষ্টি
বিদ্বেষ বিষে জ্বলে
সরাসরি এসো চলে
করিবারে অমৃত বৃষ্টি। ২

নিয়ে এসো অপরূপ কান্তি
নিয়ে এসো অনুপম শান্তি
নিয়ে এসো প্রীতিধারা
কাঁদন-বাঁধন হারা
জ্ঞানালোকে নাশো মায়াভ্রান্তি। ৩

কালিন্দীতটকেলিকুঞ্জে
যেন পুনঃ অলিকুল গুঞ্জে
বাজে কৃপা-বাঁশরী
সংসার পাসরি'
আরাধিকা তব প্রেম ভুঞ্জে। ৪

* জন্মাষ্টমী তিথি উপলক্ষ্যে হালিসহর মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণস্মরণসভায় রচয়িতা স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী দ্বারা পঠিত।

দুষ্কৃতজনগণশাসক
সাধুজনত্রাতা ভয়নাশক
এসো তুমি আর বার
হর ধরণীর ভার
অন্তরজ্যোতিরবভাসক। ৫

যশোমতী তোমা দিয়ে স্তন্য
জগজ্জন মাঝে হোন ধন্য
বৎসলরসে ভরা
বহুক স্নেহের ধারা
ঘুচে যাক্ হাহাকার দৈন্য। ৬

সখ্যের সুধাধারা ছুটাতে
সাম্যের প্রীতিফুল ফুটাতে
নেমে এসো গোষ্ঠে
লীলার প্রকোষ্ঠে
দাস্যের দীন ভাব টুটাতে। ৭

আরোহিবে তারা তব স্কন্ধে
সখ্য ও প্রীতি অনুবন্ধে
খাওয়াবে মধুর ফল
চাখিয়া আগে সকল
চিত্ত ভরিবে মহানন্দে। ৮

বৃন্দা- রণ্যের গোপিকা
হবে তব পদযুগসেবিকা
ত্যজি' কুল লাজ মান
তোমাতে সঁপিবে প্রাণ
কণ্ঠে দানিবে প্রীতি-মালিকা। ৯

অক্রুর দিবে আনি' সংবাদ
পূরিতে না গোপীদের মনসাধ
যেতে হবে চলিয়া
চিত্তদল দলিয়া
মানিবে না তাহাদের কোন বাঁধ।১০

চলে যাবে রাজধানী মথুরা
কেঁদে সারা হবে গোপবধূরা
নিধনিয়া কংসে
স্থাপিবে স্ববংশে
প্রীত হবে আত্মীয় বঁধুরা। ১১

বিরচিয়া পরে মহানগরী
দ্বারকায় রাজা হবে শ্রীহরি
পরাজিয়া শৌর্য্যে
অসুর-অনার্য্যে
উড়াইবে জয়কেতুলহরী। ১২

সেথা হতে যাবে কুরুক্ষেত্রে
তুলে নেবে তোত্র ও বেত্রে
অর্জ্জুনসারথী
হয়ে দিবে ভারতী
জ্ঞানের অঞ্জন দিবে নেত্রে। ১৩

বাহিরিবে তব মুখে গীতালী
গাঢ় হবে উভয়ের মিতালি
দিবে তারে দীক্ষা
প্রদানিবে শিক্ষা
দেখাইবে নিজ রূপ-দীপালী। ১৪

নির্গুণ গুণময় ব্রহ্ম
শোনাবে বেদের গূঢ় মর্ম্ম
জ্ঞান যোগ ভক্তির
কর্ম্ম ও শক্তির
মিশ্রণে অভিনব ধর্ম্ম। ১৫

বসে আছি মোরা সেই ভরসায়
ভাদ্রের ঘন ঘোর বরষায়
দুর্য্যোগ রজনীতে
এসো তুমি অবনীতে
আশার আলোক দিতে নিরাশায়। ১৬

পদ্মাতীরবাসী মহাপুরুষ*

[শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র রায়]

গোয়ালন্দ হতে একখানি স্টিমার কালীগঞ্জ যাচ্ছিল। বর্ষার পদ্মা দুকূল ছাপিয়ে তখন উত্তাল তরঙ্গায়িত রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। দুদিকে যতদূর চোখ যায় ধূ ধূ করে নদীর প্রান্তরেখা আর প্রবল ঢেউয়ের নৃত্য। স্টিমার পদ্মা-যমুনার সঙ্গমস্থল পেরিয়ে খরস্রোতা যমুনায় প্রবেশ করেছে। অদূরে ভারাঙ্গা ষ্টেশন। হঠাৎ স্টিমারের গতি রুদ্ধ হলো। কোন যান্ত্রিক গোলযোগ নয়, অথচ স্টিমার চলছে না। স্টিমারের প্রধান চালক (সারেঙ্গ) ও খালাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো হঠাৎ স্টিমারের গতিরুদ্ধ হওয়ার দুর্জ্ঞেয় কারণ নির্ণয়ে, আরোহীগণও অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ভীত ও ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

স্টিমারের নীচতলায় ডেকের প্রান্তে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন সৌম্যদর্শন তেজঃপুঞ্জদেহধারী গৈরিকবস্ত্র পরিহিত এক মহাপুরুষ, সঙ্গে তাঁরই এক সুদর্শন যুবক শিষ্য। গুরু শিষ্যকে আদেশ করলেন, "ঝাঁপ দাও। তলিয়ে যাও। যা হাতে ঠেকবে তা নিয়ে চলে এস।" যেই কথা, সেই কাজ। নির্বিচারে গুরু-আজ্ঞা পালনের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুব কম দেখা যায়।

শিষ্য তলিয়ে গেলেন। কিন্তু একী! হাতে ঠেকলো যেন ধ্যানমগ্ন এক মনুষ্যদেহ। হাতের কাছে হঠাৎ এসে গেল এক মালা যা ছিল ঐ ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের গলায়। তিনি উপরের দিকে উঠলেন। এদিকে স্টিমারে হৈচৈ, হঠাৎ একটি লোক জলে পড়ে যাওয়ায়। যুবককে জলের উপর যখন দেখা গেল, তখন তাঁর হাতে এক মহাশঙ্খের মালা।

এই যুবকই পরিণতরূপে দশমহাবিদ্যার সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে ভাবসাধনার পরমপ্রাপ্তি লাভে মহাসাধন-ঐশ্বর্য লাভ ক'রে ভাবের মাধুর্যে নিজেকে আবৃত ক'রে লোকসমাজে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকতেন। খুব উচ্চ-শ্রেণীর সিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যতীত তাঁকে যথার্থ চিনতে কেউ সমর্থ হতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে এই মহাপুরুষের কোন লৌকিক সংযোগ ছিল না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্মজগতে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তা তাঁদের উভয়ের সম্পর্কীয় কথাবার্তায় প্রকাশ হতো। এই মহাপুরুষ একদিন আমার বাবা (৺নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়) এবং যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে বললেন, "আপনাদের ঠাকুরকে আপনারা যতই বড় মনে করুন না কেন তিনি যে কত বড় তা আপনাদের কল্পনাতীত।" এই বলেই তিনি শ্রীশ্রী-ঠাকুরের জীবনের একটি নিগূঢ় অপ্রকাশিত ঘটনা যা আজও সকলের কাছে অজ্ঞাত, বর্ণনা ক'রে তাঁর নাম গোপন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এর সত্যতা যাচাই করতে বললেন। যথাসময়ে তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উক্ত মহাপুরুষের নাম গোপন ক'রে ঘটনাটি উল্লেখ করতেই তিনি বলে উঠলেন, "শেষে মালুচির গোঁসাই (এই নামেই উক্ত মহাপুরুষ বিশেষ পরিচিত ছিলেন) হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন!" ঘটনাটি খুবই চমকপ্রদ, বিস্ময়কর এবং পরম গুরুশক্তির চরম প্রকাশের আশ্চর্য নিদর্শন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর বাবাকে সাধারণে এই ঘটনা প্রচার করতে নিষেধ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এই মহাপুরুষের কোন কথা কখনও উল্লেখ করলেই তিনি একাধিকবার বলেছেন, "উনি যে স্তরের, সে স্তরের মহাপুরুষ বর্তমান জগতে বিরল।"

যদিও এই মহাপুরুষ নিজেকে সবসময় প্রচ্ছন্ন রাখতেন তবুও উপযুক্ত আধার পেলে নিজের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত ক'রে প্রাণখুলে আলাপ করতেন, কোন কিছুই আর গোপনীয় থাকতো না।

---

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—এই রচনা আলোচ্য মহাপুরুষের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা অরুণবালা দেবী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রধান অন্তরঙ্গ শিষ্য "শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বামৃতসিন্ধু" প্রণেতা ৺যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় হতে প্রাপ্ত বিবরণী অবলম্বনে লিখিত।—লেখক।

একদিনের একটি ঘটনা। যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় এই মহাপুরুষের নাম এবং নানাবিধ পরস্পর-বিরোধী কথা লোকমুখে শুনে তাঁর প্রতি কৌতূহলাবিষ্ট হন। এমনি সময়ে একদিন তাঁর ভাগিনেয় এবং গুরুভ্রাতা নৃসিংহ নারায়ণ রায় তাঁর কাছে এসে উক্ত মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ সাক্ষাতের বিষয় উল্লেখ ক'রে তাঁর অলৌকিক শক্তি ও রহস্যময়তার কথা উল্লেখ করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত মহাপুরুষ যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের আধ্যাত্মিক জীবনের অতি নিগূঢ় কথা এবং তাঁর সেই সময়ে গুরু-অদর্শন জনিত অস্থিরতার কথা নৃসিংহ রায়ের কাছে বর্ণনা করেন। এই সব কথা শুনে তিনি নৃসিংহ রায়ের সঙ্গে যেয়ে উক্ত মহাপুরুষকে দর্শন করার সঙ্কল্প করেন।

গোয়ালন্দের অপরতীরে স্টিমার ষ্টেশন কাঞ্চনপুর। পদ্মাতীর কাঞ্চনপুর হতে প্রায় একমাইল পূর্বে অবস্থিত মালুচিগ্রাম। সেখানেই থাকেন সেই মহাপুরুষ। বাড়ীটিতে রয়েছে অতি শান্ত সুন্দর পবিত্র পরিবেশ যেন ঋষির তপোবন। নৃসিংহ রায় যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে ক'রে মাণিকগঞ্জ শহর হতে প্রায় আট মাইল পথ পায়ে হেঁটে এক অপরাহ্নে সেখানে উপস্থিত হলেন। মহাপুরুষের বাসস্থানের সামনেই বাড়ীর একপ্রান্তে রয়েছে তাঁর গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডীর আসন। সেখানে উপস্থিত হতেই যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে হলো তাঁদের এক মস্ত ভুল হয়েছে। মহাপুরুষ দর্শনকালে সঙ্গে কিছু ফল আনলে ভাল হতো। অমনি সেই আসনে অবস্থিত বেলগাছ হতে দুটি পাকা বেল অক্ষত অবস্থায় তাঁদের সামনে পড়লো। তাঁরা তা মহা আনন্দে কুড়িয়ে নিয়ে মহাপুরুষের কুটীরে উপস্থিত হলেন।

সৌম্য পবিত্রমূর্তি মহাপুরুষের পদপ্রান্তে ফলদুটি রেখে তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁরা বসলেন। শান্ত মৌন পরিবেশ। তাঁকে প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন, "তাঁহার শিবসদৃশ শ্রীমূর্তি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মনে ভক্তির উদয় হইল এবং শ্রীচরণে প্রণত হইয়া কৃতার্থ বোধ করিলাম। তাঁহার সম্মুখে দুই তিন মিনিট বসিতেই রাস্তার শ্রম অপগত হইয়া শরীর জুড়াইল, দেখিলাম ঘরের কপাটে চক্‌খড়ি দিয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে:—

মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
শ্রুতিবেদান্তবাক্যেন গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং পদম্।

মহাপুরুষ সেই লেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই আমাদেরও সেইদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।" অতঃপর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে তিনি বলে চললেন, "আপনারা যে আজ এখানে এসেছেন তা আপনাদের নিজেদের ইচ্ছায় নয়। আপনাদের ঠাকুর কোকিলামুখে মঠ স্থাপন করার পর আপনারা তাঁর অদর্শনজনিত ব্যথায় কাতর হয়ে আছেন, তাই আপনাদের ঠাকুর আপনাদের মধ্যে ইচ্ছা জাগিয়েছেন এখানে আসার যাতে আপনাদের অস্থিরতা ও মনের অশান্তি দূর হয়। এই মুহূর্তে তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) কোকিলামুখ হতে আমাদের পানে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। বিশ্বাস না হয় এখনি টেলিগ্রাম ক'রে জানতে পারেন।……আপনারা এখানে এসে নিঃসঙ্কোচে আপনাদের যা কিছু প্রশ্ন ও মনের ভাব আমাকে খুলে বলবেন। দেখবেন, তাতে ফল ভালই হবে।"

তাঁকে প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলছেন, "প্রথমবারে যাইয়া আমি তিনদিন সেখানে ছিলাম। এই তিনদিনে তিনি নানারূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সদ্‌গুরুই একমাত্র প্রাপ্তব্য, সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইলেই আর পাইবার কিছু থাকে না, সদ্‌গুরুর কৃপা হইলেই সাধনাদি ব্যতিরেকেও মানুষের সর্বার্থ সিদ্ধ হয়। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান কি তাহা সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝিতে পারে না। তাঁহার কোন নির্দিষ্ট আকার নাই বলিয়াই তাঁহাকে নিরাকার বলা হয়, কিন্তু মনুষ্যমূর্তিতে তাঁহার চরম বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং মানুষরূপেই তাঁহার সেবা-পূজা পরিচর্যাদি করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই মানুষের ভগবদ্ভক্তি বা প্রেমলাভ সম্ভব হয়।…

ভগবানের নাম বলিতে হিন্দুগণ এখন রাম, কৃষ্ণ, শিব, গৌরী, গৌর, নিতাই প্রভৃতি বুঝিয়া থাকে এবং এই সকল নাম জপ-স্মরণ-মনন করিয়াই ভগবৎ নাম লওয়া বা জপ করা হইল বলিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইহা

অনেকেই চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে না যে এই রাম কৃষ্ণাদি সকলেই মনুষ্য ছিলেন, মনুষ্যেরই ঔরসে এবং গর্ভে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, মানুষের মতই তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া তিরোভাবের পথে অদৃশ্য হইয়াছেন। ইহাদের নাম করিলেই যদি ভগবৎ-নাম করা হয় তবে স্বীয় গুরুর নাম করিলে ভগবৎ-নাম করা হইবে না কেন? ভগবান হইতেই গুরুশক্তি মানুষে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং গুরুনাম জপ, গুরুর সেবাপূজা-পরিচর্যা করিলেই ভগবৎ-সেবা ইত্যাদি হইবে ইহা সুনিশ্চয় সত্য, দৃঢ়রূপে ইহা বিশ্বাস করিয়া চলিলেই সমস্ত যোগতপস্যা, সাধনভজনের সারাৎসার কর্ম করা হইবে।"

এই মহাপুরুষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, "জীবনে যে সকল সাধু মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে পদ্মাবাসী মহাপুরুষের নাম বিশেষভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহমমতা ও অপরিসীম কৃপা চিরদিন স্মরণে থাকিবে। এক কথায়, তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া গুরুতত্ত্ব শিক্ষায় জীবন মধুময় হইয়াছে। তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম এবং জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে তাঁহারই কৃপায় প্রকৃত পথের সন্ধান মিলিয়াছিল।"

এই পদ্মাতীরবাসী মহাপুরুষই হচ্ছেন শ্রীমৎ যোগোৎসানন্দ নারায়ণগীর অবধূত। (ক্রমশঃ)

আয়াহি বিশ্বেশ্বরি

[কবিভূষণ শ্রীসুরেশচন্দ্র পাহাড়ী, বি-এ]

এসো হরজায়া এসো মহামায়া
জননি বিশ্বেশ্বরি।
বর্ষণ-শেষে শরৎ-আবেশে
এসো মা করুণা করি'॥
তব আগমন আশায় মগন
হয়েছে ধরণী আজ।
এসো দয়া ক'রে ভক্ত-হৃদি 'পরে
পরি' অপরূপ সাজ॥
কৈবল্যদায়িনি শান্তিপ্রদায়িনি
বিশ্বমূলাধার তুমি।
মহিষমৰ্দ্দিনি শুম্ভবিনাশিনি
জাগাও ভারতভূমি॥
শুধুই ভ্রান্তি শুধু অশান্তি
বিরাজ করিছে ভবে।
তব আগমনে ভাবে সর্ব্বজনে
দুঃখ আর নাহি র'বে॥
ভ্রূভঙ্গে তোমার বহিবে আবার
শান্তির সমীরণ!
ভাবি' এই কথা কত শত ব্যথা
ভুলে আছে নরগণ॥

শিবানি শর্ব্বাণি দুর্গতিহারিণি
দৈন্য হর ভবদারা।
যশোদে সারদে কামদে বরদে
এসো মাতা সারাৎসারা॥
কাল স্বরূপিণি কৈলাসবাসিনি
ভবেশ-গেহিনি মা গো।
বিশ্বপ্রসবিনি কুলকুণ্ডলিনি
জাগো দেবি তুমি জাগো॥
ঈর্ষা-দ্বেষ-ভরা হইয়াছে ধরা
দ্বন্দ্ব সব কর দূর।
দয়াতে তোমার হউক আবার
সুখে বিশ্ব ভরপুর॥
ভজন-পূজন জানে কতজন
করি' তামসিক পূজা।
হইতেছে সবে হীনবল ভবে
হে জননি দশভুজা॥
আমি মন্দমতি নাহিক শকতি
ভজন-পূজন-হীন।
তবু ক'রে দয়া আমারে অভয়া
শ্রীচরণে কর লীন॥

মহাকবি মধুসূদনের সাহিত্যে আগমনী ও বিজয়া

[অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য]

বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মধুসূদন দত্তের ধর্মান্তর গ্রহণ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অথচ মধুসূদন মাইকেল হইয়াও হিন্দুর পূজা-পার্বণ, আচার-সংস্কার ইত্যাদিকে তাঁহার সাহিত্য-সর্জনার মধ্যে এমন-ভাবে স্থান করিয়া দিয়াছেন যে বাঙ্গালীর নিকট তাঁহার পরিচিতি তিনি শ্রীমধুসূদন। বাঙ্গালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পূজা দুর্গাপূজা। এই পূজার আগমনী ও বিজয়া মধু-সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

দুর্গতিহারিণী শক্তিদেবতা দুর্গা নগাধিরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যারূপে কল্পিতা। ইনিই শিবজায়া শিবানী। বাঙ্গালীর কল্পনায় পার্বতী বৎসরান্তে স্বামীগৃহ কৈলাস হইতে নগপুরে পিতা ও মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসেন। কন্যাকে দীর্ঘ এক বৎসরের পর নিকটে পাইতে জননী মেনকা ও পিতা হিমালয়ের কতো না আকুলতা! শাক্ত-মহাজনগণের পদাবলীতে নগপুর ও বঙ্গগৃহে কোনো প্রভেদ থাকে না। দেবী দুর্গা আসিবেন, এই আনন্দ কবির গানে প্রকাশিত হইয়া খঞ্জনীর তালে তালে গীত হইয়া বঙ্গের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে। ইহাই আগমনী। আশ্বিনের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথি দেবী-পূজার জন্য বিহিত। দশমী তিথিতে পূজান্তে দেবীর বিসর্জন। তাহাই বিজয়া। মহিষাসুর নিধনান্তে বিজয়িনী দুর্গার কৈলাস প্রত্যাবর্তন হইতেও বিজয়া নামের উদ্ভব সম্ভব। আগমনী বাঙ্গালী মাত্রের যেমন আনন্দের, বিজয়া তেমনি বেদনার। তাঁহাদের আদরিণী কন্যা চলিয়া যাইবেন কৈলাসে। বিজয়া বিদায়-লগ্ন। মধুসূদন বাঙ্গালীর এই আগমনী-বিজয়াকে অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ধর্মান্তর গ্রহণের পরও সেই উপলব্ধি তাঁহার হৃদয়ে সুদৃঢ় হইয়া বিরাজ করিয়াছে। কবি যেন পূর্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হইয়া উঠিয়াছেন।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গে মহাকবি আগমনী-কথা বলিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র তখন ধবল নামক পর্বত আশ্রয় করিয়া আছেন। পতিসন্দর্শনে শচী সেই ধবল পর্বতে আসিলে পর্বতকন্যাগণের আনন্দের সীমা ছিল না। সে আনন্দ দেবী দুর্গার আগমনীর আনন্দ :

দেখিয়া সতীরে যত পার্বতী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে আশ্বিন, হে মাসবংশরাজা
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-দুহিতা
গৌরী, গিরিরাজরাণী মেনকা সুন্দরী
সহ সহচরীগণ তিতি নেত্রনীরে
নাচেন গায়েন সুখে।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কবির নিকট আশ্বিন মাসবংশ-রাজা। মধুসূদন তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতা আশ্বিন মাস-এ শরতের শ্যামল বঙ্গে দেবী দুর্গার আগমনী বর্ণনা করিয়া লিখিলেন :

সুশ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনী-রূপে ভকতের ঘরে ;
বামে কমকায়া রমা ; দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী স্বর্ণবীণা করে ;
শিখীপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ যাঁর শরে হত
তারক অসুর শ্রেষ্ঠ ; গণদল যত
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ, আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল। শত রূপবতী
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে
কি আনন্দ! পূর্ব কথা কেন ক'য়ে স্মৃতি
আনিছ এ বারিধারা আজি এ নয়নে ?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব-ভকতি ?

মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গে দেবরাজ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী শচীকে ঘিরিয়া উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চিত্রলেখার দল দাঁড়াইয়া। তখনকার বর্ণনায় মধুসূদন লিখিতেছেন :

কিম্বা দীপাবলী

অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্বণে
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা।

দুর্গাকে বৎসরান্তে বঙ্গ-গৃহে লাভ করা বাঙ্গালীর চির-পোষিত ইচ্ছা।

মেঘনাদ-বধে দেখি, বরুণানী সখী মুরলাকে লঙ্কাপুর-বাসিনী লক্ষ্মীর নিকট পাঠাইয়াছেন। মুরলা আসিয়া দেখিল দেবী কমলা বিষাদ-নিমগ্না। তখনকার কমলার উপমা দিতে গিয়া মধুকবি বিজয়া দশমী প্রভাতে বঙ্গগৃহে বিষাদকাতরা উমার উদাহরণ দিয়াছেন মেঘনাদবধের প্রথম সর্গে :

ফিরায়ে বদন, ইন্দুবদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি
বিজয়া দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা।

মেঘনাদবধের নবম সর্গে মধুসূদন তাঁহার প্রিয় মেঘনাদের মৃতদেহের সংস্কার বর্ণনা করিয়াছেন। সহমরণের যাত্রিণী হইয়াছেন প্রমীলা। রাক্ষসবৃন্দের সে এক বিষাদের দিন। লঙ্কাবাসিগণ তাহাদের প্রাণপ্রিয় ইন্দ্রজিৎ ও ইন্দ্রজিৎকান্তা প্রমীলাকে বিসর্জন দিয়া সিন্ধুনীরে স্নানান্তে শূণ্য হৃদয়ে ফিরিতেছে নিজ নিজ আলয়ে। মধুসূদন লিখিলেন :

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে। আর্দ্র অশ্রু-নীরে
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

এই বিজয়া দশমীর পর প্রভাতে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দুঃখ যে কত গভীর হইয়া দেখা দেয়, মধুসূদন বাল্যাবধি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার মর্ম্মমূলে সে বেদনা মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতা বিজয়া দশমী সেই বেদনার কাব্যমূর্তি :

যেয়ো না রজনী আজি ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি! এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয় অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বারো মাস তিতি, সতি! নিত্য অশ্রুজলে
পেয়েছি উমায় আমি। কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ লো তারাকুন্তলে!
এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা এমন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি! কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা শেষে গিরীশের রাণী।

নবমীর নিশান্তে এ বাণী গিরীশের রাণীর; বিজয়ার বেদনা-সহনে অসমর্থ বাঙ্গালী জাতির, জাতীয়তার মূর্ত্ত প্রতীক মহাকবি শ্রীমধুসূদনের।

দুর্গাপূজা আর কিছু নহে, তাহা মহাশক্তির উপাসনা মাত্র। জগতে শক্তি যে-কতিপয়রূপে বিকাশলাভ করিয়াছেন, দুর্গাপূজা সেই সকল শক্তির মিলিত পূজা মাত্র। দশভুজা দশবাহু দ্বারা আমাদের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, নৈঋর্ত, অগ্নি, বায়ু, উর্ধ্ব, অধঃ এই দশদিক রক্ষা করিতেছেন। আসুরী শক্তির প্রতীক মহিষাসুরকে পাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে ভীষণ শূল বিদ্ধ করিয়া কেশে ধরিয়া রাখিয়াছেন। পদতলে পশুশক্তির প্রতীক পশুরাজ সিংহ অর্থাৎ ভীষণ বিক্রমশালী ইন্দ্রিয়গণের রাজা মনঃসিংহ তাঁহার বাহন। দক্ষিণে সর্বসিদ্ধিদাতা জ্ঞানগুরু গণপতি; তৎপরে ধনৈশ্বর্যপ্রদায়িনী লক্ষ্মীদেবী। বামে বিপুল বল-বিক্রমশালী দেবসেনাপতি কার্তিকেয়; তৎপরে বাগ্‌বাদিনী বাণী। সর্বদেবতা—সর্বাশ্রয় তাঁহার পশ্চাতে—চালে চিত্রিত।

—স্বামী নিগমানন্দ

ভাগ্যে থিলে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হোইবে রে

[শ্রীনৃপাল জা]

ভাগ্যে থিলে কুণ্ডলিনী
জাগরিতা হোইবে রে।
চক্র পরে চক্র ভেদি
শিব সহ মিলিবে রে॥

চতুর্দ্দল মূলাধারে
অছি সর্পিণী আকারে,
স্বয়ম্ভুলিঙ্গকু ছন্দি
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে।

অঙ্গ তার স্বর্ণবর্ণ
আভা কোটিতড়িত্ সম,
যোগারূঢ় যোগীগণ
পাআন্তি তা দর্শন রে।

কুণ্ডলিনী মহাশক্তি
আত্মপুচ্ছ মুখে রখি,
ব্রহ্মদ্বার রোধ করি
সুখে নিদ্রা যাইছি রে।

জীব মায়াচ্ছন্ন ফলে
কর্ম্মফল ভোগ করে,
জন্মমৃত্যু চক্রে ঘূরি
অহংভাবে গতি করে।

সদ্গুরু করুণা বলে
ব্রহ্মশক্তি সুষুম্নারে,
ভেদ করি গ্রন্থিত্রয়
মিলি যাব সহস্রারে।

চাল আরে চাল মন
নিত্য সেহি মধুবন,
সদ্গুরু নিগমানন্দ
চরণকু বরণ রে।

আমাদের মহাব্রত

[শ্রীঅম্বিকেশ চক্রবর্ত্তী]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ত্তমান অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ বেদপাঠ সন্ধ্যা-পূজা কিছুই করেন না, জাতিবিচার না করিয়া যত্রতত্র পলাণ্ডু রসুন প্রভৃতি অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং বিজাতীয় পোশাক পরিধান করিতেছেন। তাঁহারা স্কন্ধে উপবীত ধারণ করিতে লজ্জিত হন, কিন্তু যত্রতত্র অভক্ষ্য ভক্ষণে বা বিজাতীয় পোষাক পরিধানে লজ্জিত হন না। অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যা ব্রাহ্মণ-জাতির মধ্যেই অধিক পরিদৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ-কন্যাগণ নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত বিবাহ-পাশে আবদ্ধ হইতেছেন। এমনকি উচ্চশিক্ষিতা ব্রাহ্মণকন্যা মুসলমান পুরুষকেও বিবাহ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। যে ব্রাহ্মণ পৃথিবীর দেবতা ছিলেন, যাঁহাকে ভূদেব বলা হইত, প্রাচীন-যুগে যাঁহারা বেদ-বেদান্ত দর্শন পুরাণ যোগ তন্ত্র প্রভৃতি অগণিত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, একচ্ছত্র সম্রাটও যে ব্রাহ্মণের আদেশ অবনতমস্তকে প্রতিপালন করিতেন, বর্ত্তমান সনাতনধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয় সেই ব্রাহ্মণের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতন দর্শনে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে

বেদজ্ঞ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। গৃহের সর্বোচ্চ মটকা জরাজীর্ণ হইলে যেরূপ সেই গৃহের পতন অবশ্যম্ভাবী সেইরূপ সনাতনধর্মের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের এই শোচনীয় অধঃপতনে এই ধর্মের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী।

পতনোন্মুখ গৃহকে রক্ষা করিতে হইলে যেরূপ জরাজীর্ণ মটকার সংস্কার সাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তদ্রূপ ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে সর্বাগ্রে এই শীর্ষস্থানীয় আদর্শ ব্রাহ্মণের পুনরভ্যুত্থানের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। যথারীতি বেদপাঠ সন্ধ্যা-পূজার অনুষ্ঠান ও ধর্মের বিধিনিষেধ প্রতিপালন করতঃ ব্রাহ্মণগণকে আদর্শস্থানীয় হইতে হইবে এবং ভাবী বংশধর স্ব স্ব পুত্র-কন্যাগণকেও আদর্শ ব্রাহ্মণরূপে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ, স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।" শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা করেন সাধারণ লোকেও সেই সেই কর্ম করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন অন্যান্য লোকেরাও তাহারই অনুবর্তন করে। (গীতা ৩।২১) বর্ত্তমান সমাজের যে দুরবস্থা তাহাতে মঠাশ্রমে আদর্শ ব্রাহ্মণ গঠনই শ্রেয়স্কর মনে হয়। সদ্গুরুর আশ্রিত ভক্তশিষ্যদেরও কর্তব্য সর্বাগ্রে এই সনাতনধর্ম প্রতিপালন করতঃ স্ব স্ব পরিবারবর্গ, গ্রামবাসী, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এবং দেশবাসী সকলেই যেন তাহা প্রতিপালন করেন তাহার জন্য সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হওয়া।

সৎশিক্ষা বিস্তার :—সৎশিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তাহাই বুঝিতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন। জন্মের ক্রমবিকাশে পশুজন্মের পর মানবজন্ম। সুতরাং মানবের মধ্যে কিছুটা পশুভাব থাকা স্বাভাবিক। মানব জ্ঞানার্জন করতঃ সেই পশুভাব দূর করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করিবে। তৎপরে ক্রমে দেবত্ব ঈশ্বরত্ব এবং ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া পূর্ণ মানবে পরিণত হইবে। তাই গীতায় শ্রীভগবান 'জ্ঞান কি' এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন 'যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে', যে জ্ঞানের বিষয় (অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান) জানিলে আর জানার কিছুই বাকী থাকে না তাহাই জ্ঞান।

প্রাচীনকালে আমাদের ভারতে অন্যান্য জ্ঞানের সহিত সেই ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানই শিক্ষার মধ্যে প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য জাতির আগমনের পর সেই জ্ঞানের ধারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ জাতি রাজ্য শাসনে কেরানীর প্রয়োজনে যে শিক্ষা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছিলেন, আজ স্বাধীনতা লাভের এতকাল পরেও সেই শিক্ষার ধারা প্রচলিত রহিয়াছে। সে শিক্ষার ফলে আজ শিক্ষিত-সমাজ ঈশ্বর শাস্ত্র ধর্ম নীতি-জ্ঞান হারাইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের অভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে অর্থোপার্জনই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাই তাঁহারা দুষ্কর্ম অপকর্ম যে-কোন অসাধু উপায়ে পরীক্ষার ডিগ্রি অর্জন করতঃ পশুর মত হিংসাদ্বেষ মারামারি হানাহানির মধ্যে উদর পূরণের জন্য অসাধু নীতিবিগর্হিত যে-কোন প্রকারে অর্থোপার্জনে ব্যস্ত। বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে সর্বোচ্চ কলেজ পর্যন্ত সর্বত্রই অধিকাংশ শিক্ষক নিয়মিত পাঠদান করেন না এবং অধিকাংশ ছাত্রও নিয়মিত অধ্যয়ন করে না। সর্বক্ষেত্রে পরীক্ষায় নকল-চুরি, উত্তর বলিয়া দেওয়া প্রভৃতি অবাধে চলিতেছে। বর্তমান পরীক্ষা যেন একটি প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীগণ কোন পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন না করিয়া প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতঃ উত্তর লিখিয়া লইয়া প্রদান করেন, উপাধি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর স্থলে অধ্যাপকও পরীক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষোপকরণ পুস্তক আসবাবপত্র শিক্ষার ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনে মুনি-ঋষিদের পর্ণ-কুটীরে বিলাসব্যসনবর্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে সামান্য পুঁথিপত্রে যে শিক্ষাগ্রহণ করতঃ প্রাচীন আর্য্যসন্তানগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুসভ্য জাতিরূপে সুখে ও শান্তিতে বাস করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান রাশি রাশি পুস্তক শিক্ষোপকরণ ও ব্যয়বহুল শিক্ষার মধ্যে সেই আর্য্যজাতির বংশধরগণ মনুষ্যত্ব হারাইয়া অশান্তি দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হইতেছেন।

শিক্ষার সর্ব প্রথমে মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইবে। ধর্মহীন মানব পশুবাদবাচ্য। মানুষ মাত্রেরই অহিংসা, সত্যকথা বলা, চুরি না করা, অন্তর-বাহিরে বিশুদ্ধতা, আহার

ও ইন্দ্রিয় সংযম—এই পাঁচটি গুণ থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। "অহিংসা সত্যমস্তেয় শৌচসংযমমেবচ, এতৎ সামাসিকং প্রোক্তং ধর্মস্য পঞ্চলক্ষণম্।" মনুষ্যত্ব অর্জনের পর জানিতে হইবে আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, মানবজন্মের উদ্দেশ্য কি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান পরব্রহ্মের জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। ভগবান, জীব ও জগৎ এই তিন পরব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং জীব ও জগতের জ্ঞানলাভের সহিত ভগবানকেও জানিতে হইবে। তবেই হইবে জ্ঞানের বা শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ। যে শিক্ষায় এই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনপূর্বক মানব পূর্ণত্বলাভ করিতে পারিবে তাহাই হইবে সৎশিক্ষা। মানব পরব্রহ্মের অংশ, পরব্রহ্মই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। বৃহতের সহিত যোগ না থাকিলে মানব বৃহৎ হইতে পারিবে না। সুতরাং সেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পরব্রহ্মকে জানা, তাঁহার সহিত যোগ রক্ষা করা, তাহার সাধনা করা মানবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান বিজ্ঞান সেই পরব্রহ্মকে পরীক্ষণাগারে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেছেন। তাই বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে সেই পরব্রহ্ম বা ভগবান বা স্রষ্টার বিষয়ে কোন শিক্ষা প্রদান করা হয় না। এই শিক্ষার অভাবেই মানব আজ প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে এবং সর্বত্র অশান্তি ও দুর্দশার তাণ্ডবলীলা চলিতেছে।

সৎশিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে ভগবানকে লাভ করিবার উপায় ঋষি প্রণীত বেদ, দর্শন যোগ তন্ত্র গীতা পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে রহিয়াছে—তাহা অধ্যয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীগণকে এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে অংশবিশেষ অধ্যয়ন এবং ব্রহ্মচর্য, যৌগিক ব্যায়াম, সদাচার, শাস্ত্রীয় নিয়ম ও নীতিবাক্য যথাযথ প্রতিপালন এবং দৈনিক প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্তোত্রাদি পাঠ বন্দনা, পিতামাতা গুরুজনকে প্রণাম প্রভৃতিতে অভ্যস্ত করাইতে হইবে। প্রত্যেক পিতামাতা শিক্ষক অভিভাবকের কর্ত্তব্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে উপরোক্ত ভাবে সৎশিক্ষা প্রদান করা। প্রাথমিক হইতে উচ্চ কলেজ পর্যান্ত প্রতি শিক্ষালয়ে উপরোক্ত ভাবে এই সৎশিক্ষা প্রদান করিবার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ আশ্রমের অন্তর্গত সংঘসমূহে পরিভ্রমণ পূর্বক সংঘের মাধ্যমে গুরুভ্রাতৃবৃন্দের সহযোগে সংঘান্তর্গত বিদ্যালয়সমূহে এই সৎশিক্ষা বিস্তারকার্য্যে সচেষ্ট হইবেন। মঠ ও আশ্রমান্তর্গত বিশিষ্ট সন্ন্যাসীবৃন্দ মিলিত ভাবে রাজ্যের শিক্ষা-অধিকর্তা ও শিক্ষামন্ত্রীর সহিত এই সৎশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতঃ সরকারের মাধ্যমে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এই সৎশিক্ষা প্রবর্ত্তনের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে সমগ্র রাজ্য ও দেশমধ্যে এই সৎশিক্ষা-বিস্তারকার্য্য সহজে সুসম্পন্ন হইত।

জীবসেবা :—দরিদ্র রুগ্ন অনাহারক্লিষ্ট নরনারীকে ঔষধ খাদ্য বস্ত্রাদি প্রদানে তাহাদিগের জীবন রক্ষা করাই জীবসেবা। দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প অতিবৃষ্টি ঝড় বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এবং কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে যখন অগণিত নরনারী ও গৃহপালিত পশুসমূহের মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয় তখন ব্যাপকভাবে আহার্য বস্ত্র ঔষধ আশ্রয় আদি সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রয়োজন। এই শোচনীয় দুরবস্থায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই গৃহী ও সন্ন্যাসীর মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যাপকভাবে সর্ব প্রকারে জীবসেবা সম্ভবপর। আমরা সারস্বত মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত; সুতরাং আমাদিগকেও এইরূপ জীবসেবার প্রয়োজনে অকুণ্ঠিত ভাবে অর্থাদি সর্বপ্রকারে সাহায্য প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য।

সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর জগতের মঙ্গলের জন্য উক্ত চারিটি মহাব্রত সুসম্পন্ন করিবার ভার তাঁহার আশ্রিত ভক্তশিষ্যগণের ওপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। এই মহাব্রত প্রতিপালনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। আমাদের মুক্তি-মোক্ষের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং মুক্তি-মোক্ষের জন্য আমাদিগের অন্য কোনও কঠিন সাধন-ভজন করিবার প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার আদেশমত নিয়মপঞ্চক প্রতিপালন করতঃ উক্ত চারিটি মহাব্রত প্রতিপালনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

বরদা আবাহন

[শ্রীবিমলকান্তি মিশ্র]

শরতের শুভ্রালোকে পুলকিত ধরা
চারিদিকে বহে চলে আনন্দের ধারা
পাখি শাখে করে গান
নদীজলে কলতান
সবুজ ধানের ক্ষেতে মলয়ের দোলা
ভূমিতলে তৃণ 'পরে শিশিরের খেলা ॥

সোনালী রোদের কর অতি মনোলোভা
গাছে নানাজাতি ফুল অপরূপ শোভা
শিউলী ফুলের মেলা
উদাসী ভোরের বেলা
বয়ে আনে অভয়ার আগমন বাণী
মুখরিত কোলাহলে চকিতা ধরণী ॥

আসিছেন মহামায়া বরষেক পরে
দুঃখ-দৈন্য অমঙ্গল আদি নাশিবারে
তাই সাজ সাজ রব
নিকটেই উৎসব
দুর্গতি-হারিণী মাকে করিতে বরণ
অবিরাম ভাবে চলে তার আয়োজন ॥

দীন হীন বসে আছে তব পথ চেয়ে
জুড়াইতে হৃদি জ্বালা মা তোমারে পেয়ে
হাহাকার চারিদিকে
উঠিয়াছে রোগে শোকে
এসো মা অভয় দিতে ব্যাথিতের প্রাণে
আশার প্রদীপ জেলে সবাকার মনে।

হিংসা ঘৃণা বিদ্বেষে ছেয়ে গেছে ধরা
পশু সম লোক আজ স্নেহ প্রীতি হারা
স্বার্থের আবরণ
ঢাকিয়াছে তনু মন
পরধন হরিবারে হয়ে অভিলাষী
কতজনে ফিরিতেছে পথে দিবানিশি ॥

অশান্ত ধরণী-বক্ষে নৃত্য পিশাচের
চাহিতেছে করিবারে ধ্বংস মানবের
শৌর্য, বীর্য, আয়ুহীন
হীনবল তনু ক্ষীণ
এসো মা সবারে দিতে তব স্নেহ-ছায়া
অন্যথায় লুপ্ত হবে সব জন কায়া ॥

আগমন প্রতীক্ষায় তব বসুন্ধরা
হয়ে আছে সুশ্যামল ফলে ফুলে ভরা
অলিকুল মধুপানে
লুটায় ফুল বিতানে
ভোরের কুয়াসাস্নাত বৃক্ষপত্ররাজি
ধরেছে নবীন সাজ রুক্ষ বেশ ত্যজি' ॥

যন্ত্রণা কাতর আর্ত্ত ডাকে সবিনয়ে
এসো মা সান্ত্বনা দিতে সবার হৃদয়ে
পাতকী করিতে ত্রাণ
আন ভকতির বান
সহিষ্ণুতা দিতে সবে শোক দুঃখ মাঝে
হতাশার সুর আজি চারিদিকে বাজে ॥

জ্ঞানের বর্ত্তিকা নিয়ে ধরণীর 'পরে
অজ্ঞানতা অন্ধকার নাশিবার তরে
এসো দনুজদলনী
রিপুদল বিনাশিনী
মোহ মদ বাঁধনেরে শিথিল করিতে
অজ্ঞাননাশিনী মাতঃ শান্তি দিতে চিতে ॥

মর্ত্ত্যবাসী সব তব আগমন তরে
রয়েছে প্রতীক্ষারত নিশিদিন ধরে
বরাভয়দায়িনী মা
বলপ্রদায়িনী ভীমা
কাতর সন্তান সবে করে আবাহন
করো মা বরদা দেবী শুভ আগমন ॥

প্রারব্ধ

[শ্রীমৎ শংকর সোঽহং তীর্থস্বামী]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থে আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী মহারাজ জীবন্মুক্তের প্রারব্ধভোগ প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে সমস্ত যুক্তি একত্রিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধি-সিদ্ধান্তসার গ্রন্থে সদানন্দ ব্যাস মহোদয় ঐ সমস্ত যুক্তি-পরম্পরার সার সংক্ষেপে শ্লোকাকারে লিখিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কয়েকটির উল্লেখ করা হইতেছে।

দণ্ডসংযোগনাশেঽপি চক্রস্য ভ্রমণং যথা ॥

(সদানন্দ ব্যাস বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার, ৪।৩৫·২)

তাৎপর্য্যানুবাদ—দণ্ডসংযোগ নষ্ট হইলেও কিছুকাল কুলাল-চক্র যেমন বিঘূর্ণিত হইতে থাকে তেমন জ্ঞানলাভের পরও জ্ঞানীর প্রারব্ধের অনুবৃত্তি হয়। জ্ঞানীর পুরুষকারের অবসানই দণ্ডসংযোগ নাশের সহিত উপমিত।

সাংখ্যসূত্রে এবং ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্যকারিকাতেও এই যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে।

চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ। সাংখ্যসূত্র—৩।৮০

সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ। সাংখ্যসূত্র—৩।৮১

তাৎপর্য্যানুবাদ—জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মপুঞ্জ দগ্ধ হইলেও পূর্ব্ব-সংস্কার প্রভাবে জীবন্মুক্ত জ্ঞানীপুরুষ দণ্ডসংযোগনাশেও বেগাখ্য সংস্কারপ্রভাবে কুলালচক্র ভ্রমণের ন্যায় কিয়ৎ-কালের নিমিত্ত শরীরধারণরূপ প্রারব্ধকার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণতা প্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ ॥

(ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্যকারিকা—৬৭)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-কারণতার নাশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্বসংস্কার প্রভাবে, দণ্ড-সংযোগনাশেও বেগাখ্য সংস্কারপ্রভাবে কুলালচক্রভ্রমণের ন্যায় জ্ঞানীর শরীর কিছুকাল বিধৃত থাকে।

তার্কিকগণ জীবন্মুক্তের প্রারব্ধবশতঃ দেহধারণে এই অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, বেদান্তমতে দেহের উপাদানকারণ অবিদ্যা বলিয়া অবিদ্যার নাশে মুক্তি স্বীকার করিলে দেহনাশও সঙ্গে সঙ্গে হইবে—একথা স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই মুক্তের প্রারব্ধবশতঃ দেহধারণ সম্ভব নহে। তার্কিকগণের এই আপত্তির প্রত্যুত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন যে, তার্কিকেরাও তো সমবায়কারণ অর্থাৎ উপাদান কারণের নাশের পরক্ষণমাত্র নিরুপাদান কার্য্যের অবস্থান স্বীকার করেন। তার্কিকেরা যদি বৈদান্তিকগণের অঙ্গীকৃত জীবন্মুক্তিকাল ক্ষণমাত্রাপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন তদুত্তরে বৈদান্তিকগণ বলিতে পারেন যে অসংখ্য কল্পের ভ্রান্তির যোগ্যক্ষণ দীর্ঘ হইতে পারে বৈ কি!

সদানন্দ ব্যাস প্রণীত অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসারে আছে—

প্রবিনষ্টেঽবয়বস্য সমবায়িনমন্তরা।
দৃষ্টা স্থিতি র্ন তৎসিদ্ধৌ স্যাদজ্ঞানানুবর্ত্তনম্ ॥
বহুকালাল্পকালাদি গণনায়া ন হেতুতা।
যত্র যদ্ যথাদৃষ্টং তত্তথেত্যবগম্যতাম্ ॥ (৪।৩৯-৪০)

তাৎপর্য্যানুবাদ :—অবিদ্যারূপ উপাদান কারণ নাশ প্রাপ্ত হইলেও তৎকার্য্যরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির স্থিতি সিদ্ধির জন্য অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অনুবৃত্তি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন; কেননা তার্কিকগণও উপাদানকারণের নাশের পরও কার্য্যের ক্ষণমাত্রস্থিতি অঙ্গীকার করেন। বহুকাল স্থিতি বা অল্পকাল স্থিতির গণনা হেতুবিহীন। যেখানে যেমন স্থিতি দৃষ্ট হয় তেমনই জানিতে হইবে।

সদানন্দ যতি মহোদয় প্রণীত অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে আছে—

"উপাদানে বিনষ্টেঽপি ক্ষণং কার্য্যং প্রতীয়তে। (প্রবর্ততে পাঠান্তর।) ইত্যাহুস্তার্কিকাস্তদ্বদস্মাকং কিং ন সম্ভবেৎ ॥ তন্তূনাং দিনসংখ্যানাং তৈস্তাদৃক্ক্ষণ ঈরিতঃ। ভ্রমস্যাসংখ্যকল্পস্য যোগ্যঃ ক্ষণ ইহেষ্যতাম্ ॥—৪র্থ মুদ্গরপ্রহারঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ:—উপাদানকারণধ্বংসের পরও কার্য্যের ক্ষণমাত্রস্থিতি প্রতীত হয়, এ কথা নৈয়ায়িকেরাও অঙ্গীকার করেন। সেইরূপ আমাদের বৈদান্তিকের পক্ষেও জগদুপাদানকারণরূপ অবিদ্যার ধ্বংসের পর অবিদ্যাকার্য্য দেহেন্দ্রিয়াদি ও প্রারব্ধের স্থিতি প্রারব্ধভোগকাল পর্য্যন্ত সম্ভব। বস্ত্রের উপাদান সূত্রের ধ্বংসের পর বস্ত্রের ক্ষণকাল-স্থিতি নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। অল্পায়ু সূত্রের ধ্বংসের পর তৎকার্য্যের স্থিতিকাল যদি ক্ষণকাল হয়, তবে অনাদি অবিদ্যারধ্বংসের পর তৎকার্য্য দেহেন্দ্রিয়াদি ও প্রারব্ধ কর্মের স্থিতিকাল দীর্ঘ হওয়াই তো যুক্তিযুক্ত।

সদানন্দ ব্যাস প্রণীত অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসারে এই প্রসঙ্গেই আছে—

যদ্বাজ্ঞানস্য যা সূক্ষ্মাবস্থা সা লেশশব্দিতা।
তন্নাশেঽপি ন সা নষ্টা ততো দেহাদিকস্থিতিঃ॥
যাগে গতেঽপি যাগস্য সূক্ষ্মাপূর্বং যথেষ্যতে।
তথাজ্ঞানে গতে সূক্ষ্মা দেহাদ্যাভাসসাধিকা॥
(৪।৫২-৫৩)

তাৎপর্য্যানুবাদ—অথবা, অজ্ঞানের সূক্ষ্মাবস্থাই অজ্ঞানের লেশ বলিয়া কথিত হয়। অজ্ঞানের নাশেও উহার সূক্ষ্মাবস্থার তখন তখনই নাশ হয় না, তাই দেহে-ন্দ্রিয়াদির স্থিতি সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বমীমাংসাবাদীরা যাগকার্য্য ধ্বংসের পরও উহার সূক্ষ্মাবস্থারূপ অপূর্ব্ব যেমন অঙ্গীকার করেন, সেই রকম প্রবৃত্ত স্থলেও অজ্ঞানধ্বংসের পর দেহেন্দ্রিয়াবভাস-সাধক অজ্ঞানের এক সূক্ষ্ম অবস্থা অঙ্গীকার করা হইতেছে মাত্র। স্বর্গশ্রুতি যেরূপে সমর্থিত হয় জীবন্মুক্তিও তদ্রূপ সমর্থিত হইতেছে।

এই রূপে যুক্তি দ্বারাও অজ্ঞানধ্বংসের পর জীবন্মুক্তি ও জীবন্মুক্তের প্রারব্ধভোগকালাবধি দেহধারণ সিদ্ধ হইল।

যে সমস্ত গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে উপর্য্যুক্ত যুক্তিগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে সে সমস্ত গ্রন্থকারের প্রায় প্রত্যেকেই একটা কথা বলিয়াছেন যে, জীবন্মুক্তের দেহেন্দ্রিয়াদি ও সংসার-ব্যবহার অবাস্তব আভাস মাত্র। অজ্ঞানীর দেহেন্দ্রিয়াদি ও সংসার-ব্যবহার অজ্ঞানীর কাছে বাস্তব; সেই হেতু জ্ঞানীর দেহেন্দ্রিয়াদিকে ও সংসার-ব্যবহারকে অজ্ঞানীরা বাস্তবই মনে করে। এই বাস্তব মনে করার দরুনই জ্ঞানীর দেহেন্দ্রিয়াদির স্থিতি ও সংসার-ব্যবহার সম্বন্ধে উপর্য্যুক্ত শঙ্কাদির উদ্ভব ও তৎসমাধানপ্রচেষ্টা।

←——————→
১নং

>——————<
২নং

|——————|
৩নং

উপর্য্যুক্ত বাধিতের পুনরাবৃত্তির উপলব্ধির জন্য উপরি অঙ্কিত তিনটি সরলরেখার দৈর্ঘ্যবিচার প্রয়োজন। যে কোন দর্শককে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে ২ নং সরল-রেখা দীর্ঘতম। কিন্তু ইঞ্চিমাপ করিবার স্কেল দিয়া মাপিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই বলিবে যে তিনটি সরল রেখাই দৈর্ঘ্যে সমান। মাপ করিবার পর যখন দৈর্ঘ্য সমান বলিয়া বোধ জন্মিল তখন ২নং সরল রেখার দীর্ঘতমত্ব বোধ বাধিত হইয়া গেল। কিন্তু তবুও চোখে ২নং সরলরেখাই দীর্ঘতম বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকিবে। যে দীর্ঘতমত্ব বাধিত হইল তাহার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। ২নং সরলরেখা কখনও দীর্ঘ ছিল না, এখনও দীর্ঘ নয়, ভবিষ্যতেও দীর্ঘ হইবে না। ২নং সরলরেখার দীর্ঘতমত্ব ত্রৈকালিক অসৎ। তিনটি সরলরেখার দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণত্ব ত্রৈকালিক সৎ। দর্শকের দৃষ্টিপাতের পূর্ব্বেও সমপরিমাণ ছিল, এখনও সমপরিমাণ আছে, ভবিষ্যতেও সমপরিমাণ থাকিবে। সমপরিমাণত্বের উপর হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বের অবভাস হইতেছে। পরিমাপ করিয়া দেখিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা সত্যই দীর্ঘতম। পরিমাপ করিয়া দেখিবার পর উহা দীর্ঘত্বের অবভাস বলিয়াই বোধ জন্মে। কিন্তু চোখে পূর্ব্ববৎ দীর্ঘতম বলিয়াই প্রতীত হয়। দীর্ঘত্ব বাধিত হইয়াও অনুবৃত্ত হইতেছে। এই বাধিতের পুনরাবৃত্তি জ্ঞানীর নিকট কৌতুকাবহ। উপর্য্যুক্ত ভ্রম, চলদ্ভ্রম, দিক্‌-মোহ এবং দ্বিচন্দ্রদর্শন প্রভৃতি যেমন প্রৌঢ় দর্শকের নিকট কৌতুকাবহ, ঠিক তেমনই বাধিত দেহেন্দ্রিয়াদি জগৎ এবং সংসার-ব্যবহারও জ্ঞানীর নিকট কৌতুকাবহই। জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর দেহেন্দ্রিয়াদি ও সংসার-ব্যবহারকে আভাস বলা ও বাধিত বলা এবং নাই বলিয়া বলা একই কথা। (ক্রমশঃ)

শ্রাবণী প্রণতি

[শ্রীযতিপদ শর্ম্মা]

শ্রাবণের সুপবিত্র তিথি পৌর্ণমাসী
ভারত-গগনে তুমি জ্বালিয়েছ আলো।
রূপাতীত অপরূপে এই দিনে আসি'
অজ্ঞ আর্ত্ত ক্লিষ্ট জীবে বাসিয়াছ ভালো।

প্রেমভূমি নদীয়ার "কুতবপুরে"তে
"নলিনীকান্তে"র জ্যোতি উদ্ভাসি' "ভুবন",
সুবর্ণা শোভনা শুচি "মাণিক"-দ্যুতিতে
পল্লী জননীর চিত্ত করেছে মোহন।

"সুধাংশু"-"নলিনীকান্ত" শোভিত সংসার
দিনান্তে নিসর্গশোভা সহসা মিলাল।
প্রিয়ার বিরহে তপে "নিগম" অপার
তত্ত্বজ্ঞানযোগপ্রেমময় মূর্ত্তি হল।
তন্ত্র যোগ জ্ঞানময় গুরু বিশ্বপ্রেমী
"পূর্ণ" "সত্য" "শক্তি" "নিত্য"-চরণে প্রণমি।

ভক্ত ও ভগবান

[শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় এম.এ.]

(পূর্বানুবৃত্তি)

পণ্ডিতপ্রবর ডঃ মহানামব্রত "ভক্ত ও ভগবান" প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'গীতাধ্যান' (৩য় খণ্ড) পুস্তকে লিখেছেন—'ভক্তি বস্তুর এক প্রান্তে ভগবান, অন্য প্রান্তে ভক্ত। ভক্তির আশ্রয় ভক্ত, বিষয় ভগবান। ভগবান ভক্তির অধীন বলেই ভক্তের অধীন। ভক্ত নামক আশ্রয় ছাড়া ভক্তিবস্তুর বাস করবার আর দ্বিতীয় বাসা নেই। স্বয়ং ভগবানকে আনন্দ-ঘনস্বরূপে স্থিত থাকতে হলে ভক্তের অধীনতা স্বীকারে তিনি বাধ্য। ভগবানের চাই ভক্তকে, ভক্তের চাই ভগবানকে—উভয়ের দিক হতে চাহিদা আছে বলেই তাহাদের মিলন এত সুন্দর। ভক্ত যখন সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করেন, তখন তাঁর সর্ব্ব কার্য্যের মধ্য দিয়ে শ্রীভগবান নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করেন। ভক্তই ভগবানের সর্ব্বাধিক স্নেহের পাত্র এবং ভগবানই ভক্তের সর্ব্বাধিক প্রিয়তম। সকল বিদ্যার রাজা হল ভক্তি, আর সকল রহস্যময় ভজনের নিগূঢ় সংবাদ হ'ল—"প্রভু, আমি তোমার হলাম"—বলে তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ। কেবল সাধনার দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় না। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—প্রবচন দ্বারা, মেধা দ্বারা, বেদজ্ঞান দ্বারা, বা অন্য কোন উপায়ে পরমতত্ত্বকে জানা যায় না। তবে কি উপায়ে জানা যায়? তাঁর করুণার দ্বারা—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" অর্থাৎ তিনি কৃপা করে যাকে বরণ করেন, যার কাছে ধরা দেন, শুধু সেই তাঁকে পায়। সাধনার সঙ্গে করুণার যোগ হলেই তাঁকে পাওয়া যায়। সাধক সাধনার দ্বারা হৃদয়ের কপাট খুললে,

তিনি করুণা করে তাতে প্রবেশ করেন। তাঁর করুণাটি আসে তখনই যখন ভক্ত সাধক শরণাগত হন। সত্যকার সাধনায় খানিকটা অগ্রসর হবার পরই সাধকের মনে হয় যে তার আর সাধনার সামর্থ্য নেই। তখন সে নিজেকে "ত্বমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে" (গীঃ—১৫।৪) "সেই পরম পুরুষের শরণ নিলাম। সেই করুণাময় শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করলাম" বলে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেই শ্রীহরির কৃপায় হরিপ্রাপ্তি ঘটে।'

ভক্ত অর্জ্জুন যখন শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হ'য়ে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তখনই শ্রীভগবান কৃপা করে তাঁর প্রিয় ভক্তকে সেই অলৌকিক বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, যা পূর্ব্বে আর কাহাকেও দেখাননি—ভক্তের কাছে তিনি ধরা দিয়েছিলেন। বিশ্বরূপ দেখাবার পর তাই তিনি ভক্ত অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—

"তোমা সম ভক্ত বিনা অন্য কোন কালে
দেখে নাই যেই রূপ—তব যোগবলে
প্রসন্ন হইয়া আজি দেখানু তোমায়
বিশ্বরূপ অন্তহীন আদ্য তেজময়।
হে কৌরব, বেদযজ্ঞ কিংবা অধ্যয়নে
ক্লেশকর ক্রিয়া, উগ্র তপস্যা কি দানে
দেখিতে আমার এই রূপ বিশ্বময়
তোমা সম ভক্ত ভিন্ন সমর্থ না হয়।
(গীঃ ১১।৪৭-৪৮)

সত্যই অনন্য ভক্ত অর্জ্জুন ভিন্ন শ্রীভগবানের অলৌকিক রূপ দর্শনে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি আছে কি—যাঁর রথের সারথ্য স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ 'পার্থসারথি' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। এ কথা অনস্বীকার্য্য যে অনন্য ভক্ত ছাড়া তাঁর স্বরূপ, তাঁর তত্ত্ব অন্যে জানতে পারে না এবং তাও জানা যায় তাঁর কৃপা হলেই, অন্যথায় নয়। তাই বিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় তো যাহারে
সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে।"

ভক্তের ভক্তি ও ভগবানের কৃপা এই উভয়ের সংযোগে তাঁর স্বরূপ জানা যায়—তবে এ কথা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি এলেই তাঁর কৃপা ভক্তের উপর বর্ষিত হয়ে থাকে—ইহাই বলেছিলেন শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে একাদশ অধ্যায়ের শেষে—

"আমাতেই একনিষ্ঠা ভক্তি হয় যার
সেই জন জানে হেন স্বরূপ আমার
সেই মাত্র মোরে, পার্থ, দেখিবারে পায়
ভক্তিবশে অবশেষে প্রবেশে আমায়।"(গীঃ১১।৫৪)

মহান্ সাধক শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ এ সম্বন্ধে ভক্তদের বলেছিলেন—"সাধন-ভজনে শক্তি বাড়ে বটে, কিন্তু মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভক্তি ভিন্ন উপায় নেই। ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, শারীরিক বল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবই বৃথা।" শ্রীভগবান গীতার শেষ অধ্যায় মোক্ষযোগে আবার 'ভক্তির গুরুত্ব' ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ' (১৮।৫৫) অর্থাৎ ভক্তির দ্বারাই জীব আমার প্রকৃত স্বরূপ কি, আমার কি কি বিভাব, কত বিভূতি, আমিই নির্গুণ পরব্রহ্ম, সগুণ ঈশ্বর, আমিই বিশ্বময়, আমিই বিশ্বরূপ, হৃদয়ে পরমাত্মা, লীলায় অবতার—এই সব তত্ত্ব জানতে পারে এবং তা জেনে আমার সহিত একাত্মা হয় অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হয়। জগতের শিক্ষাদাতা মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান কালে 'ভক্তিই যে কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়' তা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—

"ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।
অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়"। (চৈঃ চঃ)

যাঁরা তাঁকে ভক্তিভরে পূজা করে, তাঁরা যে তাঁর কত প্রিয় তা জানালেন শ্রীভগবান নবম অধ্যায়ে—

"সর্ব্বভূতে সম আমি আছি সর্ব্বদাই
বিদ্বেষ ভাজন কিংবা প্রিয় কেহ নাই
(তবে) আমাকেই ভক্তিভরে পূজা করে যারা
তাদের অন্তরে আমি, আমাতেই তারা। ৯।২৯

ঐ অধ্যায়ের শেষে কৃপাময় ভগবান সকলকে আশ্বাস ও অভয় দিয়ে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

"জানিবে হে ধনঞ্জয় এ কথা নিশ্চয়
কখনো আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়

পাপ বংশে জন্ম যার, বৈশ্য শূদ্র নারী
মুক্তি পায়, ধরে যদি মোরে ভক্তি করি'।"

(৯।৩১, ৩২)

সত্যদ্রষ্টা ঠাকুর নিগমানন্দ তাই মায়ামুগ্ধ সংসারীদের বলেছিলেন—"বৃথা চঞ্চলতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া মঙ্গলময় ভগবান যখন যেভাবে যেখানে রাখিবেন,সেইভাবে থাকিয়া তাঁহাকে ডাক, তাঁহার নাম কর, তাঁহার জন্য পাগল হও, তিনি আপনি যাচিয়া সাধিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন—নতুবা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইলেও তাঁহার সন্ধান মিলিবে না।" (নিগম-বাণী)। তিনি আরও বলেছিলেন—"তুদিনের জন্য সংসারে আসিয়া "আসল কথা" ভুলিয়া যাইও না।" 'আসল কথা'টি কি? তাহাও কৃপা করে মহান সাধক আমাদের বলে দিয়ে গেছেন—"সর্বস্ব তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া সুখে-তুঃখে, রোগে-শোকে, সম্পদে-বিপদে তাঁহার জয়গান করিও; নাম লইয়া পড়িয়া থাকিও। ভগবানে নির্ভরতা ভুলিও না। সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকে স্মরণ মনন করিও।" ইহাই হচ্ছে "আসল কথা"। শ্রীভগবানও এই কথাই বলেছিলেন অর্জুনকে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে—

"আমাতেই মন বুদ্ধি দেহ ধনঞ্জয়
লভিবে দেহান্তে মোরে নাহিক সংশয়।" (১২।৮)

যাঁরা তাঁতে সমগ্র মন নিবদ্ধ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে ঐ অধ্যায়ে আবার বলেছেন—

"আমাতেই মন বুদ্ধি দিয়াছেন যিনি
নিঃসংশয় ধনঞ্জয় মম প্রিয় তিনি।" (১২।১৪)

শ্রীভগবানের কৃপা পেতে হলে, অবশ্যই তাঁর চরণে শরণাগত হয়ে তাঁর ভজন করতে হবে, সকল অবস্থায় তাঁর স্মরণ মনন করতে হবে, তাঁর জন্য পাগল হতে হবে, তবেই তাঁর কৃপায় জীব শান্তি লাভ করে ধন্য হবে—এই তত্ত্বই ধ্বনিত হয়েছে জগদ্‌গুরু ও সদ্‌গুরুর কণ্ঠে তাপদগ্ধ জীবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য।

শ্রীভগবান স্বয়ং গীতার শেষে মোক্ষযোগে আবার জোর দিয়ে বলেছেন—

"আমাতে নিবিষ্ট মনে দাও কর্ম মোরে
আমা যুক্ত হও পার্থ বুদ্ধিযোগ ধরে।
আমা যুক্ত হ'লে চিত্ত হ'বে তুঃখ শেষ
অহং জ্ঞানে না শুনিলে পাবে পরে ক্লেশ।

(১৮।৫৭-৫৮)

অতএব জীবের পরম সুহৃদ (সুহৃদং সর্বভূতানাং—গীঃ৫।২৯) শ্রীভগবানের উপদেশ মত কার্য্য করাই বিধেয় নয় কি? তবে এ সত্য সর্বজনস্বীকৃত এবং সর্বশাস্ত্রে ইহা ধ্বনিত যে ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় এবং সেই ভক্তি ভক্তের কৃপা ভিন্ন পাওয়া যাবে না—তাই চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে—

"কোটি জন্ম যদি যোগ তপ করি মরে
ভক্তি বিনা কোন কর্ম্ম ফল নাহি ধরে
হেন ভক্তি বিনে ভক্ত সেবিলে না হয়
অতএব ভক্তসেবা সর্বশাস্ত্রে কয়।"

শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ভক্ত উদ্ধবকে বলেছিলেন—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—অর্থাৎ আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজাই বড়। তাই ভক্তের মহিমা স্মরণ করে বিখ্যাত ভক্তমাল গ্রন্থের ৫ম মালায় জীবকে উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে—

"অতএব সাধুসেবা সাধুসঙ্গে মজ
দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবেরে ভজ
বৈষ্ণবের পদরজ শিরের ভূষণ
করিয়া এড়াও ভাই সংসার-বন্ধন।"

উপসংহারে ভগবানের সর্বাধিক প্রিয় ভক্তগণের চরণে শরণ নিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলি—

"কুরু তব কিঙ্করদাসং নাশয় কামবিলাসং
বিতর চ করুণালেশম্ শময়তু সকল ক্লেশম্।"

আমাকে তোমার কিঙ্করের কিঙ্কর করে নাও, আমার সমস্ত বিষয়-কামনা বিনাশ কর, তোমার করুণাসিন্ধু বিতরণ কর, আমার সমস্ত ক্লেশ প্রশমিত কর।

"গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্"

শ্রীমৎ সত্যানন্দ সরস্বতী-স্মরণে

[শ্রীমদনগোপাল মুখোপাধ্যায়]

তরুণের স্বপ্ন তুমি প্রদীপ্ত মহান্।
পৌরুষে পুরুষসিংহ প্রজ্ঞায় প্রধান॥
পূর্বাচল-যুগসূর্য জ্বলন্ত ভাস্কর।
জ্যোতিষ্মান জয়টিকা যোগ্য ধর্মধর॥
তিমিরনাশন রবি আলোকের তীরে।
রাজহংস জীবনের মানসের নীরে॥
যাহা তুচ্ছ যাহা ক্ষুদ্র যাহা বীর্যহীন।
পায়ে দলি' গেছ চলি' তরুণ প্রবীণ॥

আপনার মুক্তি নহে বিশ্বজন লাগি'।
অতন্দ্র মহিমা লয়ে তুমি ছিলে জাগি'॥
দেবতাত্মা মহাপ্রাণ পরমপথিক।
মাতৃপূজা যুগযজ্ঞে তুমি যে ঋত্বিক্॥
জীবে শিবজ্ঞান-মন্ত্রে ধন্য ধরাধাম।
করুণার কল্পতরু তোমাকে প্রণাম॥
মঠেতে জ্ঞানের শিক্ষা প্রেম বগুড়ায়।
কি শিক্ষার তরে পুনঃ চলিলে কোথায়?

অযুত আশ্রিত কাঁদে তব তিরোধানে।
দেখা দিও মাঝে মাঝে থাক না যেখানে॥

স্মৃতি-চয়ন

[শ্রীব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়]

(২)

পূর্ব্বস্থলী নিগমানন্দ আশ্রমে প্রথম সার্ব্বভৌম ভক্ত-সম্মিলনীর পথের যাত্রী সপরিবারে।

শ্রীরামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে। বালিকা মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী উমারাণী বলে উঠলো "বাবা! বাবা! মহারাজ পেরিয়ে গেলেন।" গাড়ী ছেড়ে দিল। মুখ বাড়িয়ে দেখা গেল না কে পেরিয়ে গেলেন। আগের বগীতে নিশ্চয় উঠে বসেছেন। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়াবে। খবর নেওয়া যাবে।

নিশ্চিন্তে বসে পড়ে ভাবতে লাগলাম শ্রীরামপুরে কোন্ মহারাজ ট্রেনে চাপলেন। শ্রীমৎ স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী —যাঁকে আমি ও আমার বাড়ীর অন্যান্য সকলে 'মহারাজ' বলতাম তিনি তো বিদেহী হ'য়ে গেছেন। তবে কে? কন্যা সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারলো না। ঠিক্ আছে—ব্যাণ্ডেলে দেখা যাবে। আবার ভক্ত-সম্মিলনীর ভাবে আনন্দে মশ্‌গুল হ'য়ে গেলাম।

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াতেই গৃহিণী খেয়াল করিয়ে দিলেন। তাড়াতাড়ি নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখি—একটী ইণ্টার ক্লাস ফাঁকা কম্পার্টমেণ্টে বসে আছেন শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী। উঠে গিয়ে আলাপ করলাম—"কোথা যাবেন"। বললেন—"পূর্ব্বস্থলী"। "আসছি", বলে নেবে গিয়ে গৃহিণীকে ডেকে নিয়ে এলাম, ছেলেমেয়েদের পুরাতন ভৃত্য নন্দলালের জিম্মায় রেখে।

একটু পূর্ব্ব ইতিহাস বলতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কাঁথি ভক্ত-সম্মিলনীতে তৎকালীন মোহান্ত মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস নন্দী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ট্রাষ্টবডির জুলুমবাজী নির্দ্দেশ প্রত্যাখ্যান করে স্বামীজী শ্রীমৎ সত্যানন্দজী ট্রাষ্টী পদ, অধ্যক্ষ পদ ও আর্য্যদর্পণের সম্পাদক পদ ত্যাগ করে—শ্রীরামপুরে রবির ওখানে আসন স্থাপন করেন। মঠাশ্রমের সঙ্গে গত এক বৎসর কোন সংশ্রব

রাখেননি। মোহান্ত মহারাজ শ্রীমৎ আত্মানন্দজী—পূর্ব্বতন ট্রাষ্ট:বোর্ড মিটিং-এ একজন পুরাতন সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে একজন গৃহী ট্রাষ্টীর প্রস্তাবের কার্য্যকারিতা হজম করতে না পেরে, পূর্ব্বস্থলী আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমৎ প্রেমানন্দজীকে নির্দ্দেশ দেন—বহিষ্কৃত শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দকে নিজস্ব দায়িত্বে ভক্ত-সম্মিলনীতে নিশ্চয়ই জানান, যোগ দিতে। তাই স্বামীজী চলেছেন পূর্ব্বস্থলী সার্ব্বভৌম ভক্ত-সম্মিলনীতে যোগ দিতে। ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে কথা হ'চ্ছে সত্যানন্দজীর সঙ্গে। বলছেন—"প্রেমানন্দজী মহারাজের আকুল আহ্বান, আমার মঠাশ্রম ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প নড়িয়ে দিল। তবুও আমার ঠাকুরের মঠাশ্রম থেকে আমাকে বিতাড়িত করার প্রচণ্ড অভিমান ত্যাগ করতে পারলাম না। না, যাব না। কিছুতেই যাব না। তোমরা, আমার গুরুভ্রাতারা আমার সহকর্ম্মীরা আমাকে মঠাশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিলে। আমি কিছুতেই যাব না। তবুও ভক্ত-সম্মিলনীতে সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহী গুরুভাই-ভগ্নীদের মিলন আকাঙ্ক্ষা বারে বারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। তাঁদের প্রেম-প্রীতি, অনাবিল সঙ্গানন্দের স্মৃতি মনকে সংকল্পচ্যুত করতে লাগলো। হেরে যেতে লাগলাম নিজের কাছে। হারবো না কিছুতেই। যাবো না নিশ্চয়ই। আমাকে তোমরা, আমার সহকর্ম্মী ও গুরুভাইয়েরা অন্যায় ভাবে তাড়িয়ে দিয়েছ। আমি কিছুতেই যাব না সম্মিলনী। পালিয়ে যাব বহু দূরে। হ্যাঁ নিশ্চয় বহুদূরে পালিয়ে যাব—আবার সম্মিলনী শেষ হলে এদেশে ফিরবো। যথা সংকল্প তথা কাজ। স্নান আহার শেষ করে বাক্স বেডিং রেডি করে—ঠাকুরকে প্রণাম করে বেরিয়ে যাব দরজা দিয়ে।" কেঁদে উঠলেন স্বামীজী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সমস্ত বুকের পাঞ্জাবী চাদর ভিজে যেতে লাগলো—অঝোর চোখের জলে। আমরা স্বামী-স্ত্রীও সেই অবস্থায়। মুখ বন্ধ তিন জনেরই। চোখ অশ্রুধারায় বিগলিত হ'য়ে বুকের মর্ম্মকথা বলছে। বুকের কাপড় সকলের ভেসে যাচ্ছে। আমরা ভিন্ন-লোকে চলে গেছি।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে স্বামীজী বললেন, "বেরিয়ে যাবার জন্যে দরজার দিকে তাকাতেই দেখি ঠাকুর—সজীব ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন দরজার বাইরে। মুখে কোনও কথা নেই। প্রসন্ন বদনে আমার ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন স্মিত হাস্য মুখে। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী পূর্ব্বস্থলী যাবার নির্দ্দেশ দিচ্ছে। কোনও কথা বললেন না।" আবার অঝোরে কান্না স্বামীজীর। বললেন—"সেই বেরিয়ে চলে এলাম—পশ্চিমের বদলে পূর্ব্বস্থলীর পথে।"

তিনজন অশ্রুময় চক্ষে—কোন্ ভাবলোকে দ্বীপান্তরিত হয়ে নির্ব্বাক্ চলে এলাম নবদ্বীপ ষ্টেশন পর্য্যন্ত। নবদ্বীপে গাড়ীতে ভিড় করে লোকজন চেপে—আমাদের নামিয়ে দিল পুনরায় এই মরলোকে।

এই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। এ যে না দেখেছে, সে কি চিনেছে ঠাকুরদাস ঠাকুরময়—স্বামী সত্যানন্দকে?

আজকের দিনে পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে গেল। তিনটি পক্ষ—পিতৃপক্ষ, দেবীপক্ষ ও প্রেতপক্ষ। এ তিনটি পক্ষের সাথে সত্য-বিকাশের একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আমি শুধু এ দেহে আবদ্ধ নই, আমার ব্যাপ্তি লোক-লোকান্তরে। মানুষ যখন পূর্ণজ্ঞানী হয় তখন তার চেতনার মধ্যে সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত স্তর, সমস্ত লোক, সমস্ত ধাম প্রতিভাত হয়। এই যে 'ব্যাপ্তিবোধের সাধনা' এটাই হচ্ছে আজকের দিনের সাধনা।

—স্বামী সত্যানন্দ

(২রা আশ্বিন ১৩৭৮ মহালয়া তিথিতে প্রদত্ত ভাষণ হইতে)

বেদান্তাচার্য্য তত্ত্ববাচস্পতি

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীঙ্ক স্মরণে

[শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র]

নিগম শাস্ত্ররে গমিন অবনী
অবনীকু কল তোষ।
ব্রাহ্মণর কুলে অবতংশ হই
ভূ-সুর হেল বিশেষ। (১)

শ্রীনীলকুমার তলাপাত্রাবর
তব তাত জন্ম ধন্য।
মা মনোমোহিনী অতি সুলক্ষণী
গর্ভে পাই এ সন্তান। (২)

বেদর বচন কার্য্যে সম্পাদন
করি প্রচারিল মর্ম্ম।
নিগম বংশরে রখি পরম্পরা
রক্ষা করিথিল ধর্ম্ম। (৩)

জাগ্রত প্রহরী- সদৃশ হইন
শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রবচনে।
অজ্ঞকু প্রাজ্ঞরে পরিণত করি
দেউথিল উদ্বোধনে। (৪)

পুরোহিত সম সাধি নিত্যকর্ম্ম
ধরি ব্রহ্মানন্দ গুণ।
সারল্য সৌরভে ফুটাই মহক
শক্তি দেল সঞ্চারিন। (৫)

ঔদার্য্য মাধুর্য্যে ভাবণ গাম্ভীর্য্যে
তোলি কোটি কোটি প্রাণ।
সভা সম্মিলনী উদ্দেশ্য সাধিন
স্থপুরে কলা চেতন। (৬)

বেদ বিধানরে চলি সদাচারে
জ্ঞানে বেদান্ত আচার্য্য।
তত্ত্বে বাচস্পতি রূপে অর্জ্জি খ্যাতি
দেখাইল ঋষি শৌর্য্য। (৭)

সনাতন তত্ত্ব অনুভবি সত্য
লেখিগল কেতে পুঁথি।
চিরকাল তাহা সেবা করুথিব
দেখাইন সত্য বিথি। (৮)

উদাত্ত কণ্ঠরে অনর্গল গিরে
সুবাণীর সুপ্রেরণে।
ওঁকার ঝংকারে সাম গান স্বরে
দেই থিল হর্ষ প্রাণে। (৯)

মহন্ত আসনে আসন লভিন
হেল তুমে মহামান্য।
নিগমানন্দর আশীষ লভিন
হেল তুমে কৃপাধন্য। (১০)

সত্য ধামু আসি সত্যরে প্রকাশি
সত্যানন্দ নাঁ সার্থক।
সত্য ধারা দেই সত্য ধামে গেল
চহটাই সুমহক। (১১)

অর পুছু আজি প্রাণ কৃতজ্ঞতা
অপূর্ব্ব আকুল ছন্দে।
স্মরণে মননে তব গুণাবলী
জগাইন হৃদ কন্দে। (১২)

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজ-স্মরণে

[শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দে]

আমি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব হইতেই শ্রীগুরু-চরণাশ্রিত। সুতরাং আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ সতীর্থ শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের সান্নিধ্যে আসিবার বহু সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি ছিলেন বেদান্তাচার্য ও তত্ত্ববাচস্পতি। তাঁহার ধর্মজ্ঞানের পরিধি ছিল বিস্তৃত। তিনি তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার মাধ্যমে বেদ, উপনিষদ ইত্যাদির ভাষ্য করিয়া এবং সনাতন হিন্দুধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্মপিপাসু

চিত্তের পিপাসা নিবারণ করিতেছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ তিরোধানে হাজার হাজার ভক্ত-শিষ্য যে একজন মহাজ্ঞানী ধর্মপথ-প্রদর্শককে হারাইলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমি বহুবার তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছি। কিন্তু গত ৩১শে আষাঢ় ঝাড়গ্রামে তাঁহার দর্শনলাভের ইচ্ছা যেরূপ প্রগাঢ় হইয়াছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই। গত ৩০শে আষাঢ় "ঝাড়গ্রাম বার্ত্তা" নামক পত্রিকায় ঝাড়গ্রামে তাঁহার শুভাগমনের সংবাদ পাইয়া আমার মন তাঁহার দর্শনলাভের আশায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য ৩১শে আষাঢ় অতি প্রত্যুষেই বাসে ও ট্রেনে চড়িয়া আমি বাছুর-ডোবা (ঝাড়গ্রাম) নিগম-কুটীরে সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার বাড়ীর কয়েকজন ছেলেমেয়ে।

নিগমকুটীরের বারান্দায় প্রথমে শ্রীযুক্ত দুলাল চাকী নামক এক ভদ্রলোক এবং দুইজন ভদ্রমহিলার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের নিকট আমাদের মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করি এবং স্বামীজীকে সংবাদ দিতে অনুরোধ করি। সংবাদ পাইয়াই স্বামীজী বারান্দায় আসিয়া স্মিতহাস্যে আমাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। আমরাও তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম পূর্বক তাঁহার কুশল-সংবাদ জানিতে চাহি। পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমাকে হঠাৎ যে-সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

তিনি বলিলেন, "প্রাণকৃষ্ণদা, আপনাকে আজ এখানে দেখতে পেয়ে খুবই আনন্দ হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের সাক্ষাৎ মন্ত্র-শিষ্য গৃহী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে আমরা আর ক'জন বা জীবিত আছি! স্বামী সিদ্ধানন্দজী হৃদরোগে ভুগ্‌ছেন। তিনি কখনও বা একটু সুস্থ হয়ে উঠে কিছু কর্ম করেন, আবার কখনও বা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। স্বামী পূর্ণানন্দজী কিড্‌নীর অসুখে ভুগ্‌ছেন। আমারও লিভারের অসুখ।

"যাই হোক্ দাদা, এ সংসারে আর জীবিত থাকতে ইচ্ছা নাই। চলে যাব, খুব শীঘ্রই চলে যাব। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাই,—তিনি যেন তাঁর চরণপ্রান্তে টেনে নেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ সজল হইয়া উঠিতেছিল। আমাদেরও চোখে জল আসিল।

তিনি আবার বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ স্বহস্তে যে ট্রাষ্ট-ডিড তৈরী করে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করেছিলেন, এবং যে নিয়মকানুন রচনা করে রেজেষ্ট্রী করে দিয়েছিলেন,—সেই সমস্তকে অমান্য করে এখন যেখানে স্বেচ্ছাচারিতা চলছে সেখানে কি আর থাকা যায়? আর সহ্য হয় না দাদা, সত্য বল্‌ছি, আর থাকব না, শীঘ্রই চলে যাব।"

এই কথা বলামাত্রই তাঁহার চোখ আবার সজল হইল। আমরাও নীরবে চোখের জল ফেলিতে লাগিলাম।

অতঃপর তিনি মহাভারতের কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, "আজ দীক্ষা দিবার ভাল দিন আছে। এখন আমি প্রস্তুত হই; আপনারা বসুন; আজ থাকবেন, বৈকালে ধর্মকথা আলোচনা করব।"

তখন তিনি গৃহস্থকে ডাকিয়া দীক্ষার্থিগণের নাম, ধাম, গোত্র ইত্যাদি লিখিতে বলিলেন এবং গাত্রোত্থান করিলেন।

তিনি গৃহমধ্যে চলিয়া গেলে আমরাও নিকটেই স্নান ও জলযোগাদি সম্পন্ন করিলাম।

অতঃপর স্বামীজী দীক্ষাদানে ব্যস্ত হইলেন। আমরা দেখিলাম বারান্দার এক পার্শ্বে জনৈক ব্রহ্মচারী একটি পুস্তকের দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন। অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো এবং ধর্ম-পুস্তকাদি কিনিতেছিলেন।

আমি শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর শেষ বয়সে রচিত ওঁ তৎসৎ, উপনিষদ্ মনন ১ম, ২য় এবং ৩য় খণ্ড—এই চারিটি পুস্তক কিনিলাম এবং বারান্দায় বসিয়া ঐগুলির একটি পড়িতে পড়িতে সময় কাটাইতে লাগিলাম।

একটু পরেই স্বামীজীর কণ্ঠে বিষ্ণু-প্রণাম মন্ত্র—আরো একটু পরে শক্তি-প্রণাম মন্ত্র ইত্যাদি উচ্চারিত হইতে শুনিলাম। বুঝিলাম, তিনি দীক্ষার্থিগণের কাহাকেও বা বিষ্ণুর কাহাকেও বা শক্তির প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণের অভ্যাস করাইতেছেন।

তখন প্রায় বেলা সাড়ে বারটা বাজিয়াছিল। আমরা হোটেল অভিমুখে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য যাইতে

উন্নত হইলে, গৃহকর্তা আসিয়া বলিলেন, "স্বামীজীর নির্দেশ আপনারা কোথাও যাবেন না, এখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পাবেন।"

আমাদের আর হোটেলে যাওয়া হইল না, পুনরায় বারান্দায় উঠিয়া বসিলাম।

স্বামীজীর দীক্ষাদান সম্পন্ন হইবার পর আমরা সানন্দে ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিলাম এবং নিকটে একটি কুঠরীতে প্রায় ২টা পর্যন্ত বিশ্রাম করিলাম। পুনরায় তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইতেছিল। হঠাৎ শুনিলাম, স্বামীজী তাঁহার কোন এক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রাণকৃষ্ণদা চলে গেছেন নাকি?"

আমরা তাঁহার দর্শন-অপেক্ষায় রহিয়াছি শুনিয়া তিনি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়াই আমাকে ডাকিলেন। আমরা তাঁহার নির্দেশানুসারে তাঁহার বিশ্রামকক্ষেই গেলাম এবং ভূমিষ্ঠ প্রণাম পূর্বক তাঁহার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলাম। তখন তিনি ধর্মালোচনা আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ আলোচনা করিবার পর হঠাৎ বলিলেন, "আজ সন্ধ্যায় পার্শ্ববর্তী ভক্ত-শিষ্যদের আসার কথা আছে, সুতরাং সন্ধ্যায় আরো আলোচনা হবে; প্রাণকৃষ্ণদা, আপনিও থাকুন।"

তখন আকাশে প্রচণ্ড মেঘ উঠিয়াছে এবং বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ী ফিরিবার কথা ছিল, আমার শরীর কয়েকদিন যাবৎ খুব একটা ভাল ছিল না। সুতরাং স্বামীজীর নির্দেশ সত্ত্বেও রাত্রিতে সেখানে থাকিতে পারি নাই, রাত্রি ১০টার মধ্যেই বাড়ী ফিরিয়াছিলাম।

তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার কালে লিখিতভাবে তাঁহার হস্তে আমার কতিপয় প্রশ্ন দিয়া আসিয়াছিলাম। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর তিনি হালিসহর হইতে ডাকযোগে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি সেগুলি পাইয়া চরম আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং আমার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহপরায়ণতা লক্ষ্য করিয়াছি।

সেদিনের সেই দর্শন যে তাঁহার শেষ-দর্শন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আজ বুঝিলাম—সেই দর্শনলাভের আশায় মন কেন এত ব্যাকুল হইয়াছিল, ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম—আমাকে দর্শন দিবার জন্য এবং আমাকে ধর্ম-কথা শুনাইবার জন্য তিনিও সেদিন খুব ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

তাহাছাড়া ৩১শে আষাঢ় (অমাবস্যা তিথিতে) তিনি যে বলিয়াছিলেন, তিনি শীঘ্রই শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণপ্রান্তে চিরবিশ্রাম গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রায় একমাস পরে ২৯শে শ্রাবণ (অমাবস্যা তিথি অন্তে) কার্যে পরিণত করিলেন। বুঝিলাম—মহাপুরুষগণ মুখে যাহা বলেন, তাহাই কার্যে পরিণত করেন।

। ওঁ জয়গুরু।

সংবাদ ও মন্তব্য

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধিগ্রহণতিথি-উৎসবের আমন্ত্রণ

আগামী ২৮শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৪ই ডিসেম্বর) বুধবার পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রী১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের ৪২শ বার্ষিক পুণ্য মহাসমাধি গ্রহণ-তিথি অগ্রহায়ণী শুক্লাচতুর্থী। উক্ত দিবস হালিসহর আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে তদীয় পুণ্য সমাধিপীঠে বিশেষ পূজা, ভোগরাগ এবং নাটমন্দিরে স্মৃতিসভা ও কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হইবে। এই উৎসব সারস্বত মঠান্তর্গত শিষ্য-ভক্তগণের অবশ্যপালনীয় সার্বভৌম মহোৎসব। সেই হিসাবে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরচরণাশ্রিত প্রত্যেক শিষ্য-ভক্তকে এই মহোৎসবে যোগদান এবং যথাসাধ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য-প্রদান জন্য সাদর আমন্ত্রণ ও বিশেষ আবেদন জানাইতেছি। ভারতীয় ভক্তগণ "শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতী, মোহান্ত, আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, পোঃ হালিসহর (২৪ পরগণা)"—এই ঠিকানায় এবং বাংলাদেশের ভক্তগণ "অধ্যক্ষ, উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, পোঃ ও জেলা বগুড়া"—এই ঠিকানায় তাঁহাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রেরণ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আর্য্যদর্পণের সহৃদয় গ্রাহকবৃন্দকে আমরা সবিনয়ে জানাই যে প্রতি মাসে তাঁহাদের নামে যথারীতি পত্রিকা পাঠানো সত্ত্বেও বহু ব্যক্তি তাঁহাদের পত্রিকার অপ্রাপ্তি-সংবাদ জানাইয়া আর্য্যদর্পণ-কার্য্যালয়ে পত্র প্রেরণ করিতেছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, আধা-শহর এবং মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতে, কিংবা যে সকল স্থানে অধিক সংখ্যক আর্য্যদর্পণের গ্রাহক আছেন, সেই সকল স্থানের পত্রিকাগুলি বেশী মারা যাইতেছে। ইহা যে ডাক-বিভাগের গাফিলতির জন্য সে-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া পত্রিকার কভার রঙ্গীন হইলে কিংবা ওজন বেশী হইলে বেশী খোয়া যায়। গত শ্রাবণ মাসে প্রায় ১৫০।২০০ খানি পত্রিকা দ্বিতীয়বার প্রেরণ করিতে হইয়াছে। এই ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত এবং হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। গ্রাহকগণকে অনুরোধ জানাই যে তাঁহারা পত্রিকা না পাইলে যেন ডাক বিভাগে তাঁহাদের অভিযোগ জানান। পত্রিকাগুলি সাধারণ ডাকে যাওয়ায় খোয়া গেলেও কৈফিয়ৎ তলব করিবার কোন উপায় না থাকায় ডাক-বিভাগের মস্ত সুবিধা। তাই ডাক-বিভাগের কর্মী ভাইগণকেও এ বিষয়ে সজাগ হইতে অনুরোধ জানাই, যাহাতে তাঁহারা পত্রিকাগুলি নষ্ট না করিয়া, হয় গ্রাহকগণের হাতে পৌছাইয়া দেন নতুবা আর্য্যদর্পণ-কার্য্যালয়ে ফেরৎ পাঠান।

স্বামীজীর সমাধি-মন্দির

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের পূর্বতন স্বধামগত মোহান্ত শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের পুণ্য সমাধিপীঠে যে স্মৃতি-সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা ট্রাষ্টবোর্ড গ্রহণ করিয়াছেন সেই অনুযায়ী তাঁহার অগণিত শিষ্যভক্ত এবং অনুরাগীবৃন্দের পক্ষ হইতে কয়েকজন জানিতে চাহিয়াছেন, কোন্ ঠিকানায় তাঁহাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রেরণ করিবেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য জানানো যায় যে, তাঁহারা "শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী, আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, পোঃ হালিসহর (৭৪৩১৩৪), জেলা ২৪ পরগণা"—এই ঠিকানায় তাঁহাদের যথাসাধ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রেরণ করিবেন।

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী-স্মরণোৎসব

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের মোহান্ত বেদান্তাচার্য শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী তত্ত্ববাচস্পতি মহারাজের মহাপ্রয়াণে যে সকল স্থানে স্মরণোৎসব ও স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) বিগত ১লা ভাদ্র কুচবিহারের সাগরদীঘি সারস্বত সংঘে সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তত্রস্থ শোকাভিভূত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীহরিহর বর্মা বসুনীয়া মহাশয়ের বাসভবনে-স্মৃতিতর্পণসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের পূজার্চনাদি অন্তে স্বামীজী মহারাজের প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। অতঃপর গীতাপাঠ অন্তে স্বামীজী মহারাজের পুণ্য জীবনী বিবৃত করেন শ্রীহরিহর বর্মা বসুনীয়া। স্বামীজীর অলৌকিক শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করেন তাঁহার আদরের দেওয়ানী শ্রীঅনিরুদ্ধ বর্মণ। অতঃপর শ্রীসদানন্দ অধিকারী ও শ্রীনবীনচন্দ্র রায়ের কীর্তন এবং শ্রীগোপাল অধিকারীর নেতৃত্বে জয়গুরু কীর্ত্তনান্তে প্রায় দুই শতাধিক ভক্তকে কৃশরান্ন প্রসাদে আপ্যায়িত করা হয়।

(২) স্বামীজী মহারাজের অকাল বিয়োগ-সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উচালনের (বর্ধমান) অগণিত শিষ্য-ভক্ত ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শ্রীচরণে তাঁহার চিরশান্তি লাভের প্রার্থনায় ৪ঠা ভাদ্র উচালন সারস্বত সঙ্ঘে সারাদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম-আরতি, গীতা-চণ্ডী পাঠ হয় এবং জয়গুরু মহানাম সঙ্কীর্তন হয়। সমবেত দরিদ্র-নারায়ণ এবং শিষ্যভক্তগণমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজের জীবনী বিশদভাবে আলোচিত হয়।

(৩) বিগত ৯ই ভাদ্র বার্ণপুর সারস্বত সঙ্ঘের উদ্যোগে সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর শান্তিনগরস্থ বাসভবনে উদয়াস্ত জয়গুরু নাম কীর্তন, মধ্যাহ্নে দরিদ্র-নারায়ণ ভোজন ও সন্ধ্যায় স্তবস্তুতিবন্দনা দ্বারা প্রয়াত মোহান্ত বেদান্তাচার্য শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী তত্ত্ববাচস্পতি মহারাজের স্মরণোৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পালিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব

চণ্ডীপুর সারস্বত সঙ্ঘাশ্রমে

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর চণ্ডীপুর শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারস্বত সঙ্ঘাশ্রমে বিগত ১১ই ভাদ্র রবিবার শ্রী১০৮ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের ৯৭তম আবির্ভাব তিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বরাত্রে অধিবাস কৃত্য অন্তে গুরুব্রহ্মের আসন মন্দির ও নাটমন্দির নানারূপ কারুকার্যে সুসজ্জিত করেন শ্রীহিরণ্ময় চক্রবর্তী, শ্রীবিকাশ চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী সুকৃতি চক্রবর্তী।

পরদিন ১১ই ভাদ্র প্রভাতে প্রভাতী কীর্তন, ৮ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের আসনে বিশেষ পূজা, গীতা-চণ্ডী গুরুগীতা পাঠ ও বাল্যভোগ হয়। ১টায় ভোগারতি ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে প্রায় ২ শতাধিক শিষ্যভক্তবৃন্দমধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও স্তোত্রবন্দনা অন্তে সমস্ত রাত্রি বাউল কীর্তন চলে।

বার্ণপুর সারস্বত সঙ্ঘে

গত ১১ই ভাদ্র ঝুলনপূর্ণিমা তিথিতে বার্ণপুর সারস্বত সঙ্ঘের উদ্যোগে সঙ্ঘসেবিকা শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী দত্তের পুরাণহাটস্থ বাসভবনে শ্রীশক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, আরতি ও বন্দনান্তে বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নভোগ ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি প্রভৃতি এবং তত্রস্থ শিষ্যভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে বিশেষ সঙ্ঘাধিবেশনের মাধ্যমে উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হয়।

উচালন সারস্বত সঙ্ঘে

উক্ত দিবস বর্ধমান জেলার উচালন শ্রীশ্রীনিগমমানন্দ সারস্বত সঙ্ঘে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের আবির্ভাব-তিথি বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতী কীর্তন, যজ্ঞানুষ্ঠান, বিশেষ পূজা, আরতি, স্তোত্রবন্দনা ও গীতাপাঠ এবং সারাদিবসব্যাপী কীর্তন ও জয়গুরু নাম কীর্তন হয়। দ্বিপ্রহরে সমবেত অগণিত শিষ্যভক্তগণমধ্যে কৃশরান্ন প্রসাদ বিতরণে আপ্যায়িত করা হয়।

সেনপাড়া সারস্বত সঙ্ঘে

বাংলাদেশস্থিত দিনাজপুর জেলার রুহিয়া সেনপাড়া সারস্বত (মহিলা) সঙ্ঘে উক্ত দিবস অষ্টপ্রহরব্যাপী জয়গুরু মহানাম যজ্ঞ সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়। পূর্বদিন রাত্রে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন, অধিবাস, মঙ্গলাচরণ, পূজা, স্তোত্রবন্দনা কীর্তন ও ভোগরাগ সমাপনান্তে রাত্রিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে জয়গুরু মহানাম যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া রবিবার বিভিন্ন অনুষ্ঠান সহ অহোরাত্রব্যাপী চলিতে থাকে। পরদিন সোমবার সকালে কুঞ্জভঙ্গ কীর্তনের পর সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ নগরকীর্তন ও গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। তৎপরে দধিমঙ্গল, পঙ্গোৎসব এবং মহন্তবিদায় অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সমবেত সকল শিষ্যভক্তবৃন্দমধ্যে কৃশরান্ন মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বাঘাস্তি শ্রীশ্রীহরগৌরীজিউ মন্দিরে

পুণ্য ঝুলনপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতীর আমন্ত্রণে ও ব্যবস্থাপনায় সৎশিক্ষা বিস্তার সঙ্ঘের নিগমানন্দ কন্যা বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী থানার বাঘাস্তি শ্রীশ্রীহরগৌরীজিউ মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রাতে প্রভাতীকীর্তন, নগরকীর্তন, পূজা, হোম, গীতা-চণ্ডীপাঠ এবং নিগমানন্দ কন্যা বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী জানার পরিচালনায় শিশুগণের দ্বারা সমবেত প্রার্থনা, যোগাসন, ধ্যান, জপ এবং শিক্ষামূলক বিভিন্ন ছড়ার মাধ্যমে নাচ-গান অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণের পর সন্ধ্যা ৬টায় প্রবীণ সমাজ-সেবক শ্রীগঙ্গাপদ মহাপাত্রের সভাপতিত্বে এবং শ্রীকৃষ্ণপদ বেরার প্রধান আতিথ্যে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়। উহাতে ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করেন সর্বশ্রী ছায়ারাণী কাণ্ডার, পুলিনবিহারী সাহু, মহেশ্বর কর ও মনোরঞ্জন জানা। সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং শ্রীমৃত্যুঞ্জয় জানা ও শ্রীকালাচাঁদ মান্না মহাশয় তাঁহাদের ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশিত সৎশিক্ষা বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন। সর্বোদয়-কর্মী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীখগেন্দ্রনাথ জানা, শ্রীমহেশ্বর কর, শ্রীমনোজকুমার জানা, শ্রীজগন্নাথ পালই এবং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সেন প্রভৃতির বিশেষ সহায়তায় উৎসবটি ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্য দিয়া সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত স্থানসমূহেও ১১ই ভাদ্র ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-জয়ন্তী সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হইয়াছে।

(১) মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামে শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবন নিগম-কুটীরে উক্ত দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজারতি গীতা-চণ্ডীপাঠ এবং মধ্যাহ্নে সোপকরণ কুশরান্ন ভোগ অনুষ্ঠিত হয় এবং উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত বিশেষ সঙ্ঘাধিবেশনে স্তোত্রবন্দনাদি অন্তে মহাপ্রয়াত মোহান্ত মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এবং আশীর্বাদ কামনায় ১ মিনিট নীরবে জয়গুরু নাম জপ করা হয়। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী, উপদেশ ইত্যাদি এবং শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের উপদেশাদি আলোচনা করা হয়।

(২) বাংলাদেশস্থ রংপুর জেলার কাঁঠালবাড়ী গীতা সঙ্ঘ এবং সারস্বত সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে উক্ত দিবস শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের জন্মোৎসব যথাবিধানে বিপুল সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বর্মার সভাপতিত্বে স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ভাষণ প্রদান করেন সর্বশ্রী প্রাণকৃষ্ণ সরকার, গণেশচন্দ্র মহন্ত, অন্নদামোহন বর্মা, নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শিশিরকুমার সরকার এবং সভাপতি শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বর্মা প্রভৃতি। অতঃপর সমবেত ভক্তশিষ্যবৃন্দের 'জয়গুরু' মহানাম কীর্তনান্তে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ আবির্ভাববার্ষিকী উৎসব

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বিগত ১লা আশ্বিন রবিবার কলিকাতা শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সেবা সংঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবের ৯৭তম শুভ আবির্ভাববার্ষিকী উৎসবানুষ্ঠান কলিকাতা মহানগরীস্থ ভবানীপুর হরলালকা হলে সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে সকাল ৯টায় সংঘ-সম্পাদক শ্রীদয়াময় মুখোপাধ্যায়ের বাসগৃহ ২৯নং বলরাম বসু ঘাট রোডে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগ আরতি সুসম্পন্ন হয় এবং সেখানে শতাধিক ভক্ত পরিতৃপ্তি সহকারে লুচি, মিষ্টি ও পরমান্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরে অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় হরলালকা হলে সংঘসদস্য শ্রীভোলানাথ সেন-গুপ্তের নেতৃত্বে স্তোত্রবন্দনা ও ভজন-কীর্ত্তনের মাধ্যমে সংঘসভা পরিচালিত হয়। উক্ত সভায় প্রতিনিধি সভাপতি ছিলেন শাস্ত্রধর্মপ্রচারসভার শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ সেন মহোদয়। ঠাকুর প্রসঙ্গে মর্ম্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন বেতার-সাহিত্যশিল্পী ভাগবতশাস্ত্রী ডঃ জয়গুরু গোস্বামী এবং সুবক্তা শ্রীদুলালচন্দ্র চাকী। অতঃপর সারস্বত মঠের মৌনীতাপস জ্ঞানসাধক শ্রীমৎ অমলচৈতন্য ব্রহ্মচারী মহারাজ উপনিষদের মর্ম্মবাণীর বিশদ্ বিশ্লেষণ ও শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দদেবের আদর্শ ও ভাবধারার ব্যাখ্যা করেন। সর্ব্বশেষে (টেপরেকর্ডে ধৃত) প্রয়াত মোহান্ত স্বামীজি মহারাজের শ্রীকণ্ঠে বাণী ও ভাবণের অমৃতরসে আপ্লুত হন সমাগত প্রায় পাঁচ শতাধিক ভক্ত। অতঃপর "হরির লুঠ" অন্তে সমবেত ভক্তশ্রোতৃমণ্ডলী হাতে হাতে প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হন।

সংবাদদাতা—শ্রীদয়াময় মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের সমাবর্তন ও সাধারণ সভা

গত ১৫ই শ্রাবণ (ইং ৩১শে জুলাই) বেলা ৩ ঘটিকায় শান্তিপুর বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের ৬৮তম বার্ষিক সমাবর্তন ও সাধারণ সভার অধিবেশন পরিষদের নিজস্ব ভবন 'কীর্ত্তি-স্মৃতি মন্দিরে' অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রীডার ও প্রখ্যাত পুরাণজ্ঞ ডঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় মহোদয় সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী মহাশয় প্রধান বক্তা ছিলেন। পরিষদের স্থায়ী সভাপতি মহাকবি ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় সভার উদ্বোধন ও সভাপতি বরণ করেন। উক্ত সভায় প্রধান বক্তা শ্রীভারতী বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের উদাহরণযোগে ভারতীয় ঐতিহ্যের শাশ্বত সনাতনী রূপটি সুন্দরভাবে তুলিয়া ধরেন। সভাপতি ডঃ চট্টোপাধ্যায় মাতৃভাষায় পুরাণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্য পরিষদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শান্তিপুর কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠা উৎসব

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুরে বিগত ১৯শে ভাদ্র সোমবার হইতে ২৪শে ভাদ্র শনিবার পর্য্যন্ত শ্রী১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব শিবালয় সারস্বত সঙ্ঘাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের প্রতিষ্ঠা মহোৎসব মহাসমারোহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মেহেরপুর মহিলা সারস্বত সঙ্ঘ সহযোগে উপরি-উক্ত ছয়দিন ব্যাপিয়া প্রতিদিনই শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, গীতা-চণ্ডীপাঠ ও নামযজ্ঞ, বাল্য ও মধ্যাহ্ন ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর বিশেষ ধর্মসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত সভাগুলিতে শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ সরস্বতী মহারাজ গীতা ও ভাগবত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করেন। উপরি-উক্ত কয়েকদিনের উৎসবে প্রায় সহস্রাধিক নরনারায়ণের মধ্যে সোপকরণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শেষদিন ২৪শে ভাদ্র তত্রস্থ মহিলা সারস্বত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়।

মহাপ্রয়াণ

(১) বিগত ২৭শে শ্রাবণ শুক্রবার সকাল ৭টায় বাংলাদেশস্থ রংপুর জেলার দক্ষিণ খড়িবাড়ী সারস্বত সঙ্ঘ-সদস্য ৺অক্ষুল বর্ম্মণ ৮০ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুরলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

(২) বাংলাদেশস্থ রংপুর জেলার খুনিয়াগছ নিবাসী ৺ধীরেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মণ ৫৫ বৎসর বয়সে দীর্ঘ ৯ মাস ক্যান্সার রোগে ভুগিয়া গত ১১ই ভাদ্র রবিবার সকাল ৭-৩০ মিনিটে স্বীয় বাসভবনে জয়গুরু নাম জপ করিতে করিতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।

উপরিউক্ত ভক্তদ্বয়ের অমর আত্মার কল্যাণ কামনায় শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে আমরা প্রার্থনা জানাই।

গ্রন্থ-সমালোচনা

উপনিষদ্ মনন (তৃতীয় খণ্ড)—স্বামী সত্যানন্দ। প্রাপ্তিস্থান :—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। মূল্য চার টাকা।

শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ভগবৎ দর্শন তথা আত্মানুভূতিতে। এই আত্মানুভূতির কথাই উপনিষদ্ সমূহের উপজীব্য।

গ্রন্থকার স্বামীজী মহারাজ উপনিষদ্ গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের সহায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব এবং তত্ত্বানুভূতির উপায় ও ফল আলোচ্য গ্রন্থে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা তথাকথিত পাণ্ডিত্যের ফল নহে—গুরুকৃপালব্ধ তত্ত্বানুভূতির ফল। উপনিষদ্ মনন গ্রন্থ তিনটি সমস্ত শাস্ত্রের সার—সাধনপথের আলোক-দিশারী এবং প্রাপ্তি বা গন্তব্যস্থলের সঠিক বার্তাবহ। অতএব সাধক এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে তৃপ্ত এবং উপকৃত হইবেন। এই গ্রন্থ ধর্মসাহিত্যে বিশেষ অবদান বলিয়া গৃহীত হইবে। মানব সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধনে এই গ্রন্থ পরম সহায়ক হইবে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমরা গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

মর্ম্মবেণু—স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী। প্রাপ্তিস্থান :—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। দক্ষিণা—তিন টাকা।

মোট ৪০টি কবিতার সংগ্রহ এই গ্রন্থ। গ্রন্থের নাম "মর্ম্মবেণু"। সার্থক নামকরণ—মর্ম্মের কথাই প্রত্যেকটি কবিতায় স্ফুরিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সুন্দর ছন্দে, সহজ সরল ভাষায় গ্রথিত। বিষয় সকল মর্ম্মানুগ্রাহী। কাজেই পাঠের ফলশ্রুতি আনন্দ এবং তৃপ্তি। এই গ্রন্থের বহুল প্রচারে যথার্থ কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই উপকৃত হইবেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

—'শ্রীসুদর্শন', জন্মাষ্টমী সংখ্যা, ১৩৮৪

সার্ব্বভৌম ভক্ত-সম্মিলনীর আহ্বান

আগামী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ, ইং ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণরেণুপূত জলপাইগুড়ি শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমে আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠাস্থষ্ঠের সার্ব্বভৌম ভক্ত-সম্মিলনীর ৬৩তম অধিবেশন হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত মাত্রকেই আমরা উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি এবং পূর্ব্বাহ্ণেই নির্দ্ধারিত ডেলিগেট ফি (প্রাপ্তবয়স্ক ভক্ত জনপ্রতি ২০.০০ টাকা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ১০.০০ টাকা) ও সাধ্যানুরূপ অতিরিক্ত সাহায্য প্রেরণ করিয়া অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আকুল আবেদন জ্ঞাপন করিতেছি। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যাঁহাদের পক্ষে সম্মিলনীতে যোগদান করা সম্ভবপর হইবে না, তাঁহাদের নিকটও আমরা যথাসাধ্য সাহায্য চাহিতেছি।

আশ্রমটি জলপাইগুড়ি জেলার বর্দ্ধিষ্ণু সহর ময়নাগুড়ি হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে অবস্থিত। ময়নাগুড়ি-ভোটপট্টিগামী পাকা রাস্তা ধরিয়া ৪ মাইল আসিয়া পশ্চিমগামী কাঁচা রাস্তা ধরিয়া আধ মাইল আসিলেই ধরলানদীর পরপারে অবস্থিত এই আশ্রম পাওয়া যাইবে। উপরি উক্ত পাকা রাস্তায় ময়নাগুড়ি-মেখলীগঞ্জ-মাথাভাঙ্গা-সিতাই সার্ভিস বাস প্রায় সব সময় যাতায়াত করে। তা' ছাড়া ময়নাগুড়িতে সব সময় রিক্সা পাওয়া যায়। নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশন নিউময়নাগুড়ি। হাওড়া হইতে সন্ধ্যা ৬-৫৫ মিঃ এর সময় আপ কামরূপ
এক্সপ্রেস ছাড়িয়া নিউজলপাইগুড়ি হইয়া তার পরদিন সকাল ৮-৩০ মিঃএর সময় নিউময়নাগুড়ি পৌছে। ডাউ
কামরূপ এক্সপ্রেস নিউবঙ্গাইগাঁও হইতে সন্ধ্যা ৬টার সময় ছাড়িয়া রাত্রি ৯টা ৪৫ মিঃ এর সময় নিউময়নাগু
পৌছে। এতদ্ব্যতীত ৫১ আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিউজলপাইগুড়ি হইতে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের সময় ছা
বেলা ১২টার সময় এবং ৫২ ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিউবঙ্গাইগাঁও হইতে সকাল ৮টার সময় ছাড়িয়া বিকা
৫০ মিনিটের সময় নিউময়নাগুড়ি পৌছে। ময়নাগুড়ি সহরে আসিবার জন্য ষ্টেশনে সব সময় রিক্সা পাও
দূরত্ব ১ মাইল।

ময়নাগুড়ি হইতে রিক্সা বা বাসযোগে ৪ মাইল আসিয়া তথায় নামিয়া আধ মাইল হাঁটিতে
সম্মিলনীর সময় নদীর পাড় পর্য্যন্ত বরাবর রিক্সা করিয়া আসার উপযোগী রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পন
১০ই পৌষ প্রত্যেক ট্রেনের সময় (বিশেষতঃ কামরূপ এক্সপ্রেসের যাত্রীদের জন্য) নিউময়নাগুড়ি ষ্টে
বাস রাখার ব্যবস্থা করা হইবে। ঐ বাস ভক্তদিগকে ঘোরা পথে বরাবর আশ্রমে পৌছাইয়া দিবে।

শিয়ালদহ হইতে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটের দার্জিলিং মেল ধরিয়াও সকাল ৬টা ৩০ মিঃ-এ
পৌছা যায়। ঐ সময় ঐ ষ্টেশনে ময়নাগুড়িগামী বহু বাস উপস্থিত থাকে। আবার আধ ঘণ্ট
কামরূপ এক্সপ্রেস ধরিয়াও নিউময়নাগুড়ি আসা যায়। কামরূপ এক্সপ্রেস সকাল ৭টার স
আসে এবং ৭-২০ মিঃ এর সময় ছাড়ে। দার্জিলিং মেল বর্দ্ধমানের পথে এবং কামরূপ এ
যাতায়াত করে। এতদ্ব্যতীত জনতা এক্সপ্রেস হাওড়া হইতে ছাড়ে বেলা ২টা
নিউজলপাইগুড়ি পৌছে ভোর ৫টা ১৫ মিনিটের সময়। প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়ে হ
৫৫ মিনিটের সময় এবং নিউজলপাইগুড়ি পৌছে তার পরদিন বিকাল ৫টা ২০ মিঃ-এর
বাস যোগেও ময়নাগুড়ি আসা যায়। আপন আপন সুবিধামত যে কোন ট্রেন বা ব
ক্ষেত্রে আসিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। ভক্তগ
নিবেদন ইতি—

জলপাইগুড়ি শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম
পোঃ ধর্ম্মপুর
জেলা—জলপাইগুড়ি

ARYA DARPAN—R. N. 2725/57

পরমহংস শ্রী১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব-প্রতিষ্ঠিত সারস্বত মঠ ও আশ্রমসমূহ হইতে প্রকাশিত

সারস্বত গ্রন্থাবলী

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন (১৫শ সংস্করণ) ঐ হিন্দী ও অসমীয়া সং	২·৫০
যোগীগুরু (১৬শ সংস্করণ) ঐ হিন্দী ও অসমীয়া সং	৭·০০
জ্ঞানীগুরু (১৩শ সংস্করণ) ঐ হিন্দী সংস্করণ	৮·০০
তান্ত্রিকগুরু (১০ম সংস্করণ) "	৮·০০
প্রেমিকগুরু (সংস্করণ)	৭·০০
মায়ের কৃপা (সং)	১·৫০
কুম্ভযোগ (৪র্থ সংস্করণ)	২·০০
তত্ত্বমালা (১ম খণ্ড) ৫ম সংস্করণ	২·৫০
তত্ত্বমালা (২য় খণ্ড) ৫ম সংস্করণ	৩·০০
তত্ত্বমালা (৩য় খণ্ড) ৪র্থ সংস্করণ	৩·০০
সাধকাষ্টক (৪র্থ সংস্করণ)	২·০০
বেদান্ত-বিবেক (৩য় সংস্করণ)	২·০০
শিক্ষা (৩য় সংস্করণ)	৫·০০
উপদেশরত্নমালা (৭ম সংস্করণ)	০·৭৫
স্তোত্রমালা (১২শ সংস্করণ)	১·০০
শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী (৬ষ্ঠ সংস্করণ)	২·০০
অভয় বাণী (৩য় সংস্করণ)	১·০০
নগরবাণী (৩য় সংস্করণ)	১·০০
কীর্ত্তনমালা (৪র্থ সংস্করণ)	৫·০০
শ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত (২য় সংস্করণ)	৫·০০
-প্রসাদ	২·০০
গুরুতত্ত্ব-সঞ্চয়ন	৩·০০
(২য় সংস্করণ)	০·৭৫

(২য় সংস্করণ) ৩·০০, উৎকলতীর্থে ৪·০০, লীলা-নিগমানন্দ (১ম) ১৫·০০, (২য়) ১০·০০, ভক্ত-গায়ন ১০·০০, শ্রীশ্রীঠাকুরের লৌকিক বিদ্যা ও ক্তি ৭·০০, উপনিষদ্ মনন (১ম খণ্ড) ৪·০০,) ৪·০০, শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-গল্পসঞ্চয়ন ৫·০০, ১ম খণ্ড) ২·৫০, আত্মানবাদী নিগমানন্দ ০·৫০, গুরুসর্বস্ব আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র ০৫·০, ঙ্গের ০·৫০।

হইতে প্রকাশিত আশীর্ব্বাণী—১·০০

স্বত আশ্রম হইতে প্রকাশিত
হিন্দুবোধন ১·৫০, নিয়মপত্রক শ্রীশ্রীঠাকুর (৪র্থ সংস্করণ) ১০·০০, সেবকের দিনলিপি ২য় ১·৫০.

৩য় খণ্ড ১·৫০। মৃত্যু, পরকাল ও গতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর ১·৫০, কামাখ্যায় কুমারীপূজা ১·৫০, নিগমানন্দ-দর্শন ৭·০০. অমিয় স্মৃতি ·৭৫, প্রেমসেবোত্তরা গতি ৩·০০, পঞ্চদশীপ্রদীপ (প্রথম আবৃত্তি) ২·০০, শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ ৩·০০, নিগমানন্দের আচার্য-অভিমান ১·০০, ঋষি নিগমানন্দ ১·২৫, ঠাকুর নিগমানন্দের গুরুভক্তি ·৫০, যায়েদের সিদ্ধি ·৫০, বেদান্তবিদ গুরুর বিকাশ ০·৫০, সঙ্ঘে যোগদান করিব কেন ? ২·০০, গুরুব্রহ্মের আসনপূজা ২·০০, শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-লীলালহরী ৭· ঠাকুরের চিঠি (খাঃ সঃ প্রতি) ৩·০০, ব্রহ্মাভাস ২·০০।

পূর্ব্বস্থলী মধ্য বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম হইতে প্রকাশিত
শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথামৃত ১মখণ্ড ৭·০০, ২য়খণ্ড ৩·, ৩য়খণ্ড ৩·, শ্রীকৃষ্ণ ৫·, শ্রীশ্রীসদ্গুরুমহিমা ·৭৫, শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বামৃতসিন্ধু ১·৫০ সারস্বত মঠ ও স্বামী স্বরূপানন্দ ৫·০০, ভক্ত-চরিতামৃত ৩·০০।

কচিরকূজন ১·০০, বর্ত্তমান সমাজে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ০·৫০, নিগম-স্মৃতিরেখা ২·০০, পুণ্যস্মৃতি ২·০০, পুরাতনী ২·০০, মর্ম্ম-বাণী ৩·০০, মর্ম্মবীণা ৩·০০, মর্ম্মবেণু ৩·০০, আনন্দ-নির্ঝর ৩·০০

উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম হইতে প্রকাশিত
ঠাকুরের চিঠি ১ম খণ্ড ২·৫০, ২য় খণ্ড ২·০০, ৩য় খণ্ড ২·০০, সম্মিলনীর চিঠি ১·৫০, ঠাকুর হরিদাস ·৫০ হিন্দুধর্ম্ম ·২৫, জয়গুরু নাম-মাহাত্ম্যকীর্ত্তনম্ ·২০ পঃ, সদ্গুরু নিগমানন্দ ১·৫০, সেবকের দিনলিপি ১ম খণ্ড ১·৫০, নিগমস্মৃতি ·৫০, শ্রীশ্রীগুরুগীতা ·৭৫, আচার্য্য-প্রসঙ্গ ১·৫০, নীলাচলের পথে ·৭৫ পঃ। (বগুড়া, বাংলাদেশ

মিলন-বাণী ১ম ১·৫০, ২য় ১·৫০, ছন্দে অভয়বাণী ১·০০।

পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম হইতে প্রকাশিত
ব্রহ্মচর্য্যপ্রসঙ্গ ১ম ৩·০০, ২য় ৩·৫০, ব্রহ্মচর্য্যমাহাত্ম্য ২·০০, সচিত্র আসন-সাধন ১·৫০, মানবজীবনের বনিয়াদ ২·০০,
পশ্চিম বাংলা সারস্বত আশ্রমের ইতিবৃত্ত ৯·০০।
পোঃ খড়কুশমা, জেলা মেদিনীপুর

পূর্ব্ব বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম হইতে প্রকাশিত
শ্রীশ্রীঠাকুরমাহাত্ম্য (অভিনব ২য় সংস্করণ) ৩·০০।
বিশালগড়; পোঃ ২নং চন্দ্রনগর (ত্রিপুরা)

শ্রীশ্রীঠাকুরের হাফটোন প্রতিমূর্ত্তি
বড় সাইজ ১·৫০, মাঝারি সাইজ ·৫০, ছোট সাইজ ·২৫
শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিটি ০·৫০ পঃ হিঃ।

—সমগ্র পুস্তকাবলীর প্রাপ্তিস্থান—
আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিসহর (২৪ পরগণা),
চরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ : সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া স্টেশন, পোঃ ... সালকিয়া হাওড়া

মুদ্রক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও হালিসহর দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম হইতে প্রকাশিত।
মুদ্রক ও প্রকাশক :—শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

কলি
উপজীব্য
গ্র
তত্ত্বানুভূতির
ফল নহে—গু
দিশারী এবং প্র
তৃপ্ত এবং উপক
কল্যাণ সাধনে এই
মর্ম্মবেণু—স্ব
কলিকাতা-৭৩। দক্ষিণ
মোট ৪০টি কবি
কবিতায় স্ফুরিত হইয়াছে
কাজেই পাঠের ফলশ্রুতি আন
হইবেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে